মো: জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর, ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অবসর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রাম-ভেলানগর(বড়বাড়ি), রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন তথ্য জানা থাকলে আমাকে আমার মোবাইল নাম্বারে জানানোর জন্য, আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। কারোর নাম যদি বাদ পড়েছে মনে হয় তা' আমাকে জানালে আমি আবার ঠিক করে দিব। আমার মোবাইল নাম্বার-০১৭১৬৬৫৪৮৪৪। এ স্কুল থেকে শতবর্ষে কে. কি. হয়েছেন তা আপনাদের জানাবার জন্য-আমাদের এ পরিশ্রম।

শতবর্ষে-এক নজরে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো :

১.	রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ	১৯১৫ সালের ১০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়।
২.	রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার নাম ও পরিচয়	(ক) বাবু মহিম চন্দ্র রায় ও (খ) বাবু হরিমোহন রায়। তাঁরা উভয়ে চাঁচাত ভাই। গ্রাম-রূপসদী(খানেপাড়া), উপজেলা-বাঞ্ছারামপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৩.	এ স্কুল থেকে প্রথম কোন সাল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন	১৯১৭ সাল থেকে শুরু হয় এবং প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় অন্য স্কুলের নামে।
৪.	প্রথম স্বীকৃতির তারিখ	০১-০১-১৯১৮ তারিখ। ১৯১৮ সাল থেকে রূপসদী বৃন্দাবান স্কুলের নামে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়।
৫.	১৯১৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পড়া-লেখা করেছে	১০,৮০৪(দশ হাজার আটশত চার) জন ছাত্র-ছাত্রী।
৬.	এ প্রতিষ্ঠান থেকে কত ছাত্র-ছাত্রী মেট্রিকুলেশন এবং এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে নাই তার হিসাব ২০১৫ সাল পর্যন্ত ঃ	২০১৫ সাল পর্যন্ত ২,৯২০ জন ছাত্র-ছাত্রী বা শতকরা ২৭.০২ ভাগ।
৭.	এ পর্যন্ত কত ছাত্র-ছাত্রী ১৯১৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে ঃ	৭,৮৮৪(সাত হাজার আটশত চুরাশি) জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে বা শতকরা ৭২.৯৭ ভাগ।
৮.	এ প্রতষ্ঠান থেকে ১৯১৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কতজন ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশ করেছে ঃ	৪,৮৪৯(চার হাজার আটশত উনপঁঞ্চাশ) জন ছাত্র-ছাত্রী বা শতকরা ৬১.৫০ ভাগ।
৯.	এ প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯১৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কতজন ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে তার হিসাবঃ	৩,০৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বা শতকরা ৩৮.৫০ ভাগ।
১০.	১৯১৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেছে কতজন :	৬৬১(ছয়শত একষট্টি) জন।
১১.	১৯৬৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এস.এস.সি. পরীক্ষায় পাশ করেছে কতজন :	৪,১৮৮(চার হাজার একশত অষ্টআশি) জন।
১২.	এ স্কুলে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রথম দুইজন ছাত্রী পড়ালেখা করেছে তাঁদের নামঃ	(ক) ঝর্ণা রাণী দাস ও (খ) আয়শা আক্তার ওরফে দুলারী।
১৩.	প্রথম মেয়েদের মধ্যে মিসেস আয়েশা আক্তার ওরফে দুলারী ঃ	১৯৬১ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় অন্য স্কুলের নামে।
১৪.	রূপসদী বৃন্দাবন স্কুলের মেয়েরা কোন সাল থেকে নিয়মিত ছাত্রী হিসেবে স্কুলের নামে এস. এস. সি. পরীক্ষা দেয় :	১৯৬৯ সাল থেকে মেয়েরা এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
১৫.	২০১১ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে কতজন ঃ	১৫২ জন পরীক্ষা দেয়, পাস শতভাগ। জিপিও-৫.০০ পান ১৩ জন।
১৬.	২০১৩ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে কতজন :	১৩২ জন পরীক্ষা দেয়, পাস শতভাগ। জিপিএ-৫.০০ পান ১৮ জন।
১৭.	২০১৫ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছে কতজন :	১৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থী। ৯৭.১৩ ভাগ পাস। ১৬৯ জন পাস করেন, জিপিএ-৫.০০ পান ১৯ জন।
১৮.	২০১৫ সালে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের একশত বছর	বয়স পালনে এসব তথ্য দেয়া হয়েছে।
১৯.	এ স্কুলের ছাত্রদেরকে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি পরীক্ষা দিতে হয়েছে কোথায় জানেন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়নগঞ্জ এবং যোগাযোগের সুবিধার জন্য পরীক্ষা দিতে হত ঢাকা শহরেও।

২০.	১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এস.এস. সি. পরীক্ষা দিতে হত :	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে।
২১.	এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিতে হয়েছে ঃ	১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নবীনগর সেন্টারে। ১৯৭১ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষাটি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২২.	এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিতে হয়েছে ঃ	১৯৭২ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষাটি ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাঞ্ছারামপুর সেন্টারে এস.এস.সি. পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
২৩.	১৯৯৪ সাল থেকে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে এস.এস.সি পরীক্ষা দেয় ঃ	১৯৯৪ সাল থেকে রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের ছাএ-ছাত্রীরা।
২৪.	২০০২ সালে এ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল	বাঞ্ছারামপুর স্কুলের সেন্টারে।
২৫.	বাঞ্ছারামপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল ঃ	রূপসদী বৃন্দাবন উচচ বিদ্যালয়ের সেন্টারে।
২৬.	২০০৩ সাল থেকে আবার রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এস.এস.সি. পরীক্ষা দেয়ঃ	রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের সেন্টারেই এস.এস.সি. পরীক্ষা দেয়।
২৭.	২০১৫ সালে কতজন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে	১,৫৭০ জন। ছাত্র-৭৮৯ জন ও ছাত্রী-৭৮১ জন।
২৮.	২০১৬ সালে কতজন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে	১,৭১৫ জন। ছাত্র-৮৬৫ জন ও ছাত্রী-৮৫০ জন। হেডমাষ্টার দিয়েছে।
২৯.	২০১৬ সালে কতজন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে	১৬৯৪। ছাত্র-৮৫৩ ও ছাত্রী-৮৪১ জন। ৮৩ ছাত্র-৬০ জন ছাত্রী হিন্দু-আর মুসলমান ছাত্র-৭৭০ ও ছাত্রী-৭৮১ স্কুল থেকে ডাটা দিয়েছে।
৩০.	২০১৬ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে এস. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছে কতজন :	১৮১ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থী। পাস করেছে-১৭৪ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে-৬ জন। শতকরা ৯৬.১৩ ভাগ পাস করেছে। ফেল করে-০৭ জন।

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯১৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকদের নাম ঃ

১.	পরলোকগত বাবু রাখাল চন্দ্র রায়-বি.এ., বি.এল., জন্ম-১৮৮৭ সালে, মৃত্যু-০২-১১-১৯৮৯ তারিখ, প্রথম হেড মাস্টার। গ্রাম-শ্যামগ্রাম, নবীনগর।
২.	পরলোকগত বাবু রমেশ চন্দ্র রায়-বি.এ., বি.টি.। বাড়ি-কোথায় জানা যায়নি।
৩.	পরলোকগত বাবু বসন্ত কুমার রায়-বি.এ.। বাড়ি-কোথায় জানা যায়নি।
৪.	পরলোকগত বাবু অন্নদা চরণ চক্রবর্তী- এম.এ.। বাড়ি-কোথায় জানা যায়নি।
৫.	পরলোকগত বাবু ললিত কুমার রায়-এম.এ.। বাড়ি-কোথায় জানা যায়নি।
৬.	পরলোকগত বাবু ত্রিপুরা শংকর সেন, এম.এ., ১৯২৪ সালে বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সাথে চীন ভ্রমণ করেছিলেন। বাড়ি-পশ্চিমবাংলা, ভারত।
৭.	পরলোকগত বাবু মনমৎ বর্ধন-এম.এ., গ্রাম-শ্রীঘর অথবা কুলাশিং, নবীনগর।
৮.	পরলোকগত বাবু রাইহরণ চক্রবর্তী-এম.এ., গ্রাম-উজানচর, বাঞ্ছারামপুর।
৯.	পরলোকগত বাবু প্যারীমোহন রায়-বি.এ., বি.টি., বি.এল., গ্রাম-খানেপাড়া(রুপসদী)। জন্ম-১৯০০ সালে-মৃত্যু-১৯৭৯ সালে।
১০.	পরলোকগত বাবু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য-এম.এ., বি.এল., বি.টি., গ্রাম-বিদ্যাকুট, নবীনগর।
১১.	পরলোকগত বাবু আশুতোশ ভট্টাচার্য-বি.এ.। বাড়ি-কোথায় জানা যায়নি।
১২.	মরহুম মৌলভী কাজী মোঃ ইদ্রিস মিঞা-বি.এ.,বি.টি.(১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। গ্রাম-কদমতলি, বাঞ্ছারামপুর। ১৯০৩ সালে, মৃত্যু-১৯৭৬ সালে।
১৩.	মৌলভী আবু নছর মিলকী-এম.এ.,২৭-০৯-২০১৪ তারিখে জীবিত আছে জানা গেছে এবং অসুস্থ, গ্রাম-রতনপুর, নবীনগর। জন্ম-১৯২১ সালে, ।
১৪.	মরহুম মৌলভী মোঃ ফজলুল করিম-বি.এ., বি.টি., ১৫-০৯-১৯৫৯ সাল থেকে ০৬-০২-১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত। জন্ম-১৯১৯ সালে মৃত্যু-০১-০৭-২০০৯ তারিখ। গ্রাম-পাড়াতলি, বাঞ্ছারামপুর।
১৫.	মরহুম মৌলভী আলী আযম, বি. কম., বি.এড., ২৯-০৩-১৯৭২ থেকে ০৮-০১-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। জন্ম-১৯১৩ সালে, মৃত্যু-মার্চ মাসে-২০০৯ সালে। গ্রাম-খাল্লা, বাঞ্ছারামপুর।
১৬.	মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ জাকারিয়া, বি. এ., বি.এড. ২৮-০২-১৯৭৫ থেকে ৩০-০৮-২০০৬ পর্যন্ত। জন্ম-১৯৩৮ সালে, মারা গেছেন-০৫-০৮-২০১২ তারিখ। গ্রাম-খাল্লা, বাঞ্ছারামপুর।
১৭.	জনাব নুর মোহাম্মদ জমাদ্দার, এম. এ., বি. এড., ০১-০৯-২০০৬ থেকে.. গ্রাম-লহরী, নবীনগর। ১৯৬৯ সালে জন্ম।

শতবর্ষে-এক নজরে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো :

১.	একশত বছরের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন ৪৬টি এবং এস.এস.সি. পরীক্ষা ৫৩টি হয়েছেঃ মোট কয়টি=	৯৯টি পরীক্ষা

২.	ব্রিটিশ আমলে ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা কয়টি হয়েছে :	৩১টি পরীক্ষা
৩.	যাঁরা রূপসদী স্কুলে লেখাপড়া করেছেন তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী ছিলেন কতজন :	২+২=৪(চার) জন
৪.	ডিস্ট্রিক বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যসহ-রাজনীতিবিদ মোট কতজন ঃ	৫(পাঁচ) জন।
৫.	আই.সি.এস. অফিসার মানে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অফিসার কতজন ছিলেন :	একজনও নেই
৬.	১৯৪৭ সালে বি.সি.এস. মানে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস অফিসার কতজন আছেন:	১(এক) জন
৭.	পাকিস্তান আমলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পরীক্ষা কয়টি:	২৩টি পরীক্ষা হয়
৮.	সি.এস.পি. মানে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান :	একজনও নেই
৯.	ই.পি.সি.এস. মানে পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস কতজন ছিলেন :	২(দুই) জন
১০.	১৯৬২ সালে শেষ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয় এবং তিনি ১৯৭৩ প্রথম বি.সি.এস. অফিসার	১(এক) জন
১১.	বাংলাদেশ আমলে ১৯৭২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত, এস.এস.সি. পরীক্ষা কয়টি :	৪৫টি পরীক্ষা হয়
১২.	বি.সি.এস. মানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কতজন ছিলেন বা আছেন :	২১(একুশ) জন
১৩.	বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন কতজন :	২(দুই) জন
১৪.	বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব ছিলেন ও আছেন কতজন :	৪(চার) জন
১৫.	বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব ছিলেন :	১(এক) জন
১৬.	কতজন ডি.সি. মানে জেলা প্রশাসক ছিলেন বা আছেন	৪(চার) জন
১৭.	ইউ.এন.ও. কতজন ছিলেন বা আছেন:	২(দুই) জন
১৮.	বি.সি.এস.(পোস্টাল)	১(এক) জন
১৯.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছিলেন বা আছেন কতজন :	২(দুই) জন
২০.	বি.সি.এস. (প্রশাসন)-২০১৫ সালে একজন সাধারণ শিক্ষা থেকে প্রশাসন ক্যাডার পেয়েছেন	৫(পাঁচ) জন
২১.	বি.সি.এস. (পশুসম্পদ)	১(এক) জন
২২.	বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র)	১(এক) জন
২৩.	বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য)	২(দুই) জন
২৪.	বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	৭(সাত) জন
২৫.	বি. সি.এস. (পুলিশ)	২(দুই) জন
২৬.	বি.সি.এস. (মৎস্য)	১(এক) জন
২৭.	বি.সি.এস. (সড়ক ও জনপথ)	১(এক) জন
২৮.	বি. সি.এস. (কাস্টম)	১(এক) জন
২৯.	বি. সি.এস. (আনসার)	১(এক) জন
৩০.	রাষ্ট্রদূত ছিলেন কয়জন : মরহুম মুস-লেহ-উদ-দীন আহম্মদ ওরফে মানিক মিয়া-গ্রাম-ভেলানগর	১(এক) জন
৩১.	১৯৯২ সালে প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন :	১(এক) জন
৩২.	বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক ছিলেন কতজন	১০(দশ) জন
৩৩.	কলেজের কতজন অধ্যক্ষ ছিলেন	৪(চার) জন
৩৪.	অমরেশ চন্দ্র দাশ ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান বোর্ডে কততম স্থান দখল করেছিলেন :	৮ম স্থান
৩৫.	মো: ফরিদ উদ্দিন ১৯৭৩ সালে কুমিল্লা বোর্ড থেকে কততম স্থান দখল করেন :	১৮তম স্থান
৩৬.	আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কততম স্থান দখল করেন :	১১তম স্থান
৩৭.	নাছির উদ্দিন আহমেদ ১৯৯৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কততম স্থান দখল করেন :	১৩তম স্থান
৩৮.	অধ্যাপক ড. অমরেশ চন্দ্র দাশ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কি ছিলেন :	অর্থনীতির অধ্যাপক
৩৯.	এম.ফিল ও পিএইচডি করে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন কতজন :	৬(ছয়) জন
৪০.	বাংলাদেশ আর্মি ও এয়ারফোর্স ও নেভি অফিসার কতজন ছিলেন বা আছেন :	১৩(তের) জন

৪১.	ডি. জি. বা ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন কতজন :	৩(তিন) জন
৪২.	পরিচালক ছিলেন কতজন :	৮(আট) জন
৪৩.	প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন কতজন :	১(এক) জন
৪৪.	জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন কতজন বা আছেন:	২(দুই) জন
৪৫.	এ স্কুলের সাবেক ছাত্রদের মধ্যে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ে বা বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে কতজন হেড মাস্টার ছিলেন বা আছেন :	১৭(সতের) জন
৪৬.	এম.বি.বি.এস. ডাক্তার কতজন :	১৯(উনিশ) জন
৪৭.	বি.এস-সি. ইঞ্জিনিয়ার কতজন :	২৮(আটাস) জন
৪৮.	সি. এ. মানে চার্টার্ড একাউন্টেট কতজন : জনাব এ. কে. আবদুল হাকিম-গ্রাম-ভেলানগর	১(এক) জন
৪৯.	পত্রিকা ও টেলিভিশনে কতজন সাংবাদিক আছেন :	৪(চার) জন
৫০.	আইনজীবি কতজন আছেন :	১৭(সতের) জন
৫১.	১৯১৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রথম বিভাগ পেয়েছেন কতজন :	=৬৭৬(ছয়শত ছিয়াত্তর) জন
৫২.	২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জি.পি.এ. ৪.০০ কতজন :	৬৪(চৌসট্টি) জন
৫৩.	২০০৫ ও ২০০৬ সালে জি.পি.এ. ৫.০০ কতজন :	৯(নয়) জন
৫৪.	২০০৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) কতজন :	১১৪(একশত চৌদ্ধ) জন
৫৫.	১৯১৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রথম বিভাগ পেয়েছেন-৬৭৬ জন এবং ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত জিপিএ-৫.০০/এ ও জিপিএ-৪.০০ কতজন পেয়েছেন=১৮৭ জন+৬৭৬ জন=৮৬৩ জন।	মোট=৮৬৩ জন
৫৬.	শিল্পপতি কতজন :	১১(এগার) জন
৫৭.	লেখক ও গবেষক কতজন :	৩(তিন) জন
৫৮.	লেখক কতজন	১৫(পনের) জন
৫৯.	ইন্টারমিডিয়েট বা এইচ.এস-সি সমমান কতজন :	১৯০২(উনিশশত দুই) জন
৬০.	স্নাতক বা সমমান কতজন হয়েছেন :	৮৯৯(আটশত নিরানব্বই) জন
৬১.	স্নাতকোত্তর বা সমমান কতজন হয়েছেন :	৩১০(তিনশত দশ)জন

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে প্রথমজনদের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো : এ প্রতিষ্ঠানে যারা ১৯১৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ।

ক্রমিক	নাম	সন	গ্রামের নাম
১.	মরহুম মুহাম্মদ কাঞ্চন মিয়া	১৯১৫	খাল্লা
২.	মরহুম মৌলভী আলী আসগর খাঁ মাস্টার/সামাদ মাষ্টার	১৯১৬	ভেলানগর
৩.	মরহুম এডভোকেট এ. কে. এম. জহিরুল হক(লিল মিয়া)	১৯১৭	দরিকান্দি
৪.	মরহুম আবদুল হামিদ মাস্টার/মরহুম আব্বাস আলী	১৯১৮	মিরপুর/ভেলানগর
৫.	মরহুম নাসির ডাক্তার	১৯১৯	দরিভেলানগর
৬.	পরলোকগত বাবু প্যারী মোহন রায়, বি.এ., বি.টি., বি.এল.	১৯২০	খানেপাড়া-রূপসদী
৭.	মরহুম মৌলভী মোঃ দেলোয়ার হোসেন ওরফে সুরুজ মাস্টার	১৯২১	দরিকান্দি
৮.	মরহুম মৌলভী আবদুল লতিফ ওরফে শব্দর মৌলভী	১৯২২	ভেলানগর
৯.	পরলোকগত বাবু হৃদয় মাস্টার	১৯২৩	খানেপাড়া-রূপসদী
১০.	মরহুম আবদুল খালেক আমীন	১৯২৪	ভেলানগর
১১.	মরহুম মৌলভী আবদুল বারীক মাস্টার	১৯২৫	খাল্লা
১২.	মরহুম কাজী ফারাসাত আলী	১৯২৬	দরিকান্দি
১৩.	মরহুম মোঃ রাজ্জাক মাস্টার	১৯২৭	খাল্লা
১৪.	মরহুম মোঃ আবদুল মজিদ	১৯২৮	চিত্রি লাফাং, নবীনগর

১৫.	মরহুম খাদেম রসুল ওরফে কনা মিয়া সাব	১৯২৯	রূপসদী
১৬.	মরহুম এডভোকেট মোঃ ইউনুস খাঁ	১৯৩০	ভেলানগর
১৭.	মরহুম মোঃ সুবেদ আলী খাঁ	১৯৩১	ভেলানগর
১৮.	মরহুম মোঃ মুরশিদ মিয়া(অবসরপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার গভর্নর অফিস, ঢাকা)	১৯৩২	ফরদাবাদ
১৯.	মরহুম আবদুল বারিক মিয়া	১৯৩৩	কাঞ্চনপুর
২০.	মরহুম মৌলভী গোলাম জ্বিলানী ওরফে কেনু দারোগা	১৯৩৪	দরিকান্দি
২১.	মরহুম মৌলভী আবদুস সোবহান মাস্টার	১৯৩৫	ভেলানগর
২২.	মরহুম আবদুস সালাম	১৯৩৬	দরিভেলানগর
২৩.	মরহুম এ. এফ. এম. এ. মালিক	১৯৩৭	ভেলানগর
২৪.	মরহুম মোঃ আবদুর রউফ ওরফে রূপ মিয়া	১৯৩৮	রূপসদী
২৫.	আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া(বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) ও রূপসদী বৃন্দাবন স্কুল থেকে প্রথম অবিভক্ত বাংলায় হাঁজী মুহম্মদ মহসীন বৃত্তি পান)	১৯৩৯	দরিকান্দি
২৬.	অধ্যাপক মরহুম আবদুল আজীজ খাঁ	১৯৪০	ভেলানগর
২৭.	জনাব মনোরঞ্জন দত্ত	১৯৪১	ছয়ফুল্লাকান্দি
২৮.	পরলোকগত রসিক লাল রায়	১৯৪২	খানেপাড়া-রূপসদী
২৯.	জনাব কাজী এমডি. আবুল কাশেম	১৯৪৩	বাড়ি জানা নেই
৩০.	অধ্যাপক ড. শচীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	১৯৪৪	খানেপাড়া-রূপসদী
৩১.	অধ্যাপক মরহুম আবদুল মোমেন	১৯৪৫	মিরপুর
৩২.	জনাব আবদুল কাইয়ূম	১৯৪৬	বাড়ি জানা নেই
৩৩.	মরহুম মোস-লেহ-উদ-দীন আহাম্মদ ওরফে মানিক মিয়া	১৯৪৭	ভেলানগর
৩৪.	প্রকৌশলী অরুণ কুমার দাশ(ডাক্তার শিরিস বাবুর বড় ছেলে)	১৯৪৮	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৩৫.	জনাব কুলেন্দ কিশোর সাহা	১৯৪৯	খানেপাড়া-রূপসদী
৩৬.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল করিম/জনাব মতিলাল ঘোষ	১৯৫০	পাড়াতুলি/খানেপাড়া
৩৭.	মরহুম আ. ক. ম. রহিসউদ্দিন, বি.এস-সি.	১৯৫১	মিরপুর
৩৮.	ডা. এ. কে. এম. আহসান আলী ওরফে অরুণ মিয়া	১৯৫২	রূপসদী
৩৯.	জনাব সুশীল কুমার নদিয়া	১৯৫৩	খানেপাড়া-রূপসদী
৪০.	ডা. ভবেশ চন্দ্র দাশ(ডাক্তার শিরিস বাবুর দ্বিতীয় ছেলে)	১৯৫৪	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৪১.	মরহুম মোঃ মফিজউদ্দিন শিকদার(ই.পি.সি.এস.)	১৯৫৫	খাল্লা
৪২.	মরহুম আবদুল আউয়াল	১৯৫৬	কালাইনগর
৪৩.	অধ্যাপক ড. অররেশ চন্দ্র দাশ(ডাক্তার শিরিস বাবুর তৃতীয় ছেলে)-পূর্ব পাকিস্তান বোর্ডে ৮ম স্থান দখল করেন। উনার পূর্বে রুপসদী বৃন্দাবন স্কুল থেকে আর কোন ছাত্র কোন স্থান দখল করেনি।	১৯৫৭	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৪৪.	মরহুম মোঃ মাহফুজুর রহমান	১৯৫৮	রূপসদী
৪৫.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান ওরফে অরুণ মিয়া(ই.পি.সি.এস.)/মোঃ ফিরোজ মিয়া ঃ	১৯৫৯	রূপসদী
৪৬.	জনাব এ. কে. এম. সেকান্দর আলী	১৯৬০	গ্রাম জানা নেই
৪৭.	জনাব মোঃ ইউনুস, বি.এস-সি./অধ্যাপক মোঃ হুমায়ূন কবীর	১৯৬১	রূপসদী/নান্দরকান্দা, দরিকান্দি
৪৮.	মরহুম এ. কে. এম. গোলাম কিবরিয়া	১৯৬২	শরিফপুর
৪৯.	জনাব শিবু চন্দ্র দাশ(ডাক্তার শিরিস বাবুর ৪র্থ ছেলে)	১৯৬৩	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৫০.	প্রকৌশলী মরহুম মোঃ খোরশেদ আলম	১৯৬৪	পাড়াতুলি
৫১.	প্রকৌশলী মরহুম মোঃ ওবায়দুল্লাহ(অরুণ)/প্রকৌশলী আবদুল জলিল	১৯৬৫	রূপমদী/খাল্লা
৫২.	জনাব এম. জি. মহিউদ্দিন আহমেদ	১৯৬৬	ভিটি-ভিশারা

৫৩.	প্রকৌশলী আবদুল হক ওরফে ইউনুস	১৯৬৭	ভেলানগর
৫৪.	জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ওরফে জাহাঙ্গীর/জনাব আবদুল হক	১৯৬৮	ভেলানগর/ফরদাবাদ
৫৫.	মরহুম তমাল ফেরদৌস ওরফে সাচ্চু/উৎপলেন্দ্র রায় পোদ্দার	১৯৬৯	ভেলানগর/খানেপাড়া
৫৬.	মরহুম ডা. ওমর ফারুক	১৯৭০	দরিভেলানগর
৫৭.	জনাব মোঃ আবদুল কাইয়ূম	১৯৭১	ভেলানগর
৫৮.	জনাব কাজী নজরুল ইসলাম	১৯৭২	পাড়াতুলি
৫৯.	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ(১৮তম স্থান পেয়েছে কুমিল্লা বোর্ডে)	১৯৭৩	রূপসদী
৬০.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা	১৯৭৪	রূপসদী
৬১.	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর/মোঃ মনজুর হোসেন	১৯৭৫	ভেলানগর
৬২.	অধ্যাপক ডা. মোঃ খবিরউদ্দিন আহমেদ	১৯৭৬	রূপসদী
৬৩.	জনাব আবদুল কাইয়ূম	১৯৭৭	রূপসদী
৬৪.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	১৯৭৮	গ্রামের নাম জানা নাই
৬৫.	কর্ণেল ডা. এ. কে. মাহবুবুল হক	১৯৭৯	কাঞ্চনপুর
৬৬.	মরহুম মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ/সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ হারুণ অর রশিদ	১৯৮০	রূপসদী
৬৭.	জনাব ভজন চন্দ্র দাস(হরিমোহন মাস্টারের ভাগিনা)	১৯৮১	বালুয়াকান্দি
৬৮.	জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	১৯৮২	রূপসদী
৬৯.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	১৯৮৩	ভেলানগর
৭০.	জনাব মোঃ কবিরউদ্দিন আহমেদ	১৯৮৪	ছয়ফুল্লাকান্দি
৭১.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	১৯৮৫	রূপসদী
৭২.	জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম ভূঁইয়া/আইনজীবী অশোক কুমার বণিক	১৯৮৬	ভেলানগর/রূপসদী
৭৩.	জনাব বিশ্বনাথ বণিক(সম্ভুনাথ বণিক মাস্টারের ছেলে)	১৯৮৭	নরসিংদী
৭৪.	এ. এন. এস. মাহবুব আলম	১৯৮৮	ভেলানগর
৭৫.	আবদুল হালিম	১৯৮৯	রূপসদী
৭৬.	জনাব এ. এফ. এম. আমির হোসেন(বি.সি.এস.)	১৯৯০	ভেলানগর
৭৭.	আইনজীবী নূরে আলম	১৯৯১	ভেলানগর
৭৮.	জনাব মাসুমা খানম(উর্মি)	১৯৯২	ভেলানগর
৭৯.	জনাব প্রকৌশলী মোঃ শমিরুজ্জামান ওরফে মিশর	১৯৯৩	ভেলানগর
৮০.	জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন	১৯৯৪	ভেলানগর
৮১.	জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান ওরফে খোকন	১৯৯৫	ভেলানগর
৮২.	জনাব মোহাম্মদ সামসুল আলম ওরফে সুমন	১৯৯৬	রূপসদী
৮৩.	জনাব মোঃ ফয়েজ আহমেদ	১৯৯৭	রূপসদী
৮৪.	জনাব ফতেহ নুর রুবেল	১৯৯৮	রূপসদী
৮৫.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন(জহির ডাক্তারের ভাতিজা)	১৯৯৯	দেবিদ্বার
৮৬.	জনাব মোঃ আমির হোসেন	২০০০	রূপসদী
৮৭.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	২০০১	রূপসদী
৮৮.	জনাব মোঃ ফয়সাল আহমেদ	২০০২	রূপসদী
৮৯.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম(পরেশ)/সানজিদা কবির	২০০৩	রূপসদী/পাড়াতুলি
৯০.	জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম	২০০৪	রূপসদী
৯১.	জনাব মোঃ শাহ আলম/নাজমুন নাহার	২০০৫	রূপসদী/রূপসদী
৯২.	জনাব সাবিয়া সুলতানা	২০০৬	রূপসদী
৯৩.	জনাব ফারজানা আক্তার	২০০৭	রূপসদী
৯৪.	জনাব মৌসুমী রানী রায়/জনাব বিপ্লব দাস	২০০৮	খানেপাড়া/বালুয়াকান্দি

৯৫.	জনাব খান জাহান আলী	২০০৯	রূপসদী
৯৬.	জনাব শান্তি নাহার	২০১০	রূপসদী
৯৭.	জনাব জনি আক্তার	২০১১	রূপসদী
৯৮.	জনাব খায়রুন নাহার(দীপা)	২০১২	কাঞ্চনপুর
৯৯.	জনাব প্রশান্ত সূত্রধর	২০১৩	ভেলানগর
১০০.	জনাব নীলিমা নাহার(মিতু)	২০১৪	ভেলানগর
১০১.	জনাব মোঃ সাকিবুল হাসান	২০১৫	রূপসদী

ব্রিটিশ ভারতে ১৭৮৯ সালে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা শুরু হয় এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ ১৯০৯ সালে। আবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শুরু হয় ১৯১০ সাল থেকে এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ হয় ১৯৬২ সালে। তারপর আবার এস.এস.সি. পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৬৩ সাল থেকে...।

ক্রমিক	সাল	১ম বিভাগে যারা পাশ করেছেন বা জিপিএ-৫ অথবা জিপিএ-৪ পেয়েছেন তাদের নামগুলো
১.	১৯১৭	?।
২.	১৯১৮	?।
৩.	১৯১৯	?।
৪.	১৯২০	পরলোকগত বাবু প্যারী মোহন রায়, বি.এ., বি.টি., বি.এল., গ্রাম–খানেপাড়া-রুপসদী।
৫.	১৯২১	?।
৬.	১৯২২	?।
৭.	১৯২৩	?।
৮.	১৯২৪	?।
৯.	১৯২৫	?।
১০.	১৯২৬	মরহুম মোঃ কাজী ফারাসাত আলী-দরিকান্দি।
১১.	১৯২৭	?।
১২.	১৯২৮	মরহুম আবদুল মজিদ, চিত্রি লাফাং-নবীনগর।
১৩.	১৯২৯	?।
১৪.	১৯৩০	?।
১৫.	১৯৩১	মরহুম মোঃ সুবেদ আলী খাঁ(বারুদী স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন), গ্রাম-ভেলানগর।
১৬.	১৯৩২	মরহুম মোঃ মুরশিদ মিয়া(গভর্নর অফিসের রেজিস্ট্রার ছিলেন, ঢাকা), গ্রাম-ফরদাবাদ।
১৭.	১৯৩৩	মরহুম আবদুল বারিক মিয়া, রেলওয়েতে চাকরি করতেন, গ্রাম-কাঞ্চনপুর।
১৮.	১৯৩৪	?।
১৯.	১৯৩৫	?।
২০.	১৯৩৬	মরহুম আবদুস সালাম-জেলা স্কুল ইন্সিপেক্টর ছিলেন, গ্রাম-দরিভেলানগর।
২১.	১৯৩৭	?।
২২.	১৯৩৮	মরহুম এ. টি. মোঃ রউফ মিয়া, ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন, গ্রাম-রুপসদী।
২৩.	১৯৩৯	আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া(রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রথম হাঁজী মুহম্মদ মহসীন বৃত্তি পেয়েছিল), গ্রাম-দরিকান্দি, মরহুম মোঃ ফজলুল করিম(রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রথম হাঁজী মুহম্মদ মহসীন বৃত্তি পেয়েছিল), গ্রাম-পাড়াতুলি, মরহুম মোঃ মহি-উদ-দীন আহমেদ(রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রথম হাঁজী মুহম্মদ মহসীন বৃত্তি পেয়েছিল), গ্রাম-ভেলানগর, মরহুম এমডি বজলুর রহমান, গ্রাম-পাড়াতুলি, অরুণ বরণ চক্রবর্তী, উনার বাড়ি ছিল পশ্চিমবাংলা বা কলকাতা শহরে(উনার মামা ছিল হেড মাস্টার) ও গোবিন্দ লাল সরকার, গ্রাম-মাঝিয়ারা।
২৪.	১৯৪০	মরহুম অধ্যাপক আবদুল আজীজ খাঁ, গ্রাম-ভেলানগর।
২৫.	১৯৪১	মনোরঞ্জন দত্ত, ছয়ফুল্লাকান্দি।

২৬.	১৯৪২	?।
২৭.	১৯৪৩	?।
২৮.	১৯৪৪	শচীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, খানেপাড়ার মরহুম বাবু নিবারণ চন্দ্র দেবনাথ-এর ছোট ভাই।
২৯.	১৯৪৫	?।
৩০.	১৯৪৬	?।
৩১.	১৯৪৭	?।
৩২.	১৯৪৮	?।
৩৩.	১৯৪৯	কুলেন্দ্র কিশোর সাহা, খানেপাড়া(রূপসদী) ও কোহেতোস নাথ সরকার।
৩৪.	১৯৫০	মতিলাল ঘোষ, গ্রাম-খানেপাড়া), আবদুল করিম, গ্রাম-পাড়াতুলি।
৩৫.	১৯৫১	মরহুম আ. ক. ম. রহিস উদ্দিন, গ্রাম-মিরপুর।
৩৬.	১৯৫২	ডা. এ. কে. এমডি. আহসান আলী, গ্রাম-রূপসদী।
৩৭.	১৯৫৩	বাবু সুশীল কুমার নদিয়া।
৩৮.	১৯৫৪	ডা. ভবেশ চন্দ্র দাশ, গ্রাম দৌলতপুর-বাঙ্গরা ও ভবেন্দ্র নাথ সরকার।
৩৯.	১৯৫৫	মরহুম মোঃ মফিজ উদ্দিন শিকদার, গ্রাম-খাল্লা ও মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান।
৪০.	১৯৫৬	?।
৪১.	১৯৫৭	অমরেশ চন্দ্র দাশ-পূর্ব পাকিস্তান বোর্ডে ৮ম স্থান দখলকারী, গ্রাম-দৌলতপুর-বাঙ্গরা। উনার পূর্বে রূপসদী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আর কেউ কোন স্থান দখল করেনি।
৪২.	১৯৫৮	?।
৪৩.	১৯৫৯	?।
৪৪.	১৯৬০	?।
৪৫.	১৯৬১	অধ্যাপক মোঃ হুমায়ূন কবির, গ্রাম-নান্দরকান্দা,দরিকান্দি।
৪৬.	১৯৬২	?।
৪৭.	১৯৬৩	?।
৪৮.	১৯৬৪	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ খোরশেদ আলম, গ্রাম-পাড়াতুলি।
৪৯.	১৯৬৫	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ ওবায়দুল্লা, গ্রাম-রুপসদী ও প্রকৌশলী আবদুল জলিল শিকদার, গ্রাম-খাল্লা।
৫০.	১৯৬৬	এম. জি. মহিউদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-ভিটি-বিশারা, প্রকৌশলী মোঃ নিজামউদ্দিন, গ্রাম-দরিভেলানগর ও আবদুল হাকিম, গ্রাম-রূপসদী।
৫১.	১৯৬৭	প্রকৌশলী আবদুল হক, গ্রাম-ভেলানগর ও কর্ণেল(অব.) শাহ্ মুর্তুজা আলী, গ্রাম-কাঞ্চনপুর।
৫২.	১৯৬৮	মোঃ শাহাদৎ হোসেন ওরফে জাহাঙ্গীর, গ্রাম-ভেলানগর, মোঃ আবদুল হক, গ্রাম-ফরদাবাদ, মোঃ মিজানুর রহমান, গ্রাম-ফরদাবাদ, এ. বি. ছিদ্দিকুর রহমান ওরফে মানিক, গ্রাম-ভেলানগর ও এ. কে. মোজাম্মেল হক, গ্রাম-কাঞ্চনপুর।
৫৩.	১৯৬৯	মোঃ কনু মিয়া, উৎপলেন্দ্র রায় পোদ্দার, মোঃ ফরিদউদ্দিন আহম্মেদ, আবদুল মান্নান, মোঃ শাহজাহান ও ড. মোঃ মোখলেসুর রহমান।
৫৪.	১৯৭০	মরহুম ডা. ওমর ফারুক, ডা. আবদুল বাক্কী, ডা. কমলেশ চন্দ্র ভৌমিক, মনোরঞ্জন ভৌমিক, মোঃ ফরিদউদ্দিন, মোঃ মতিউর রহমান, মোঃ খুর্শিদ আলম, মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মোঃ শফিকুল ইসলাম।
৫৫.	১৯৭১	আবদুল কাইয়ুম, জেবুন্নেছা বেগম, আলেয়া বেগম, মোঃ হারুনুর রশিদ, সাইদুর রহমান, এ. বি. সিদ্দিক, আবদুল আউয়াল মোল্লা, আলাউদ্দিন, মোঃ মিসওয়ার হোসেন, আবু ইউসুফ, আবুল হোসেন, রফিকুল ইসলাম, আলী আজ্জম, মোঃ মোশাররফ হোসেন, আবদুল লতিফ, স্বপন কুমার রায়, এ. বি. এম. কামাল উদ্দিন, মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ শাহজাহান, মোঃ মোবারক হোসেন, মোঃ সুজ্জু মিয়া, এ.এস.এম. মহিউর রহমান, আবদুছ সালাম, শাহজাহান, ফরিদউদ্দিন আহমেদ, বলরাম চন্দ্র সাহা, সহিদুর রহমান, এ. কে. এম. সাইদুর রহমান, গোলাম রেজা রব্বানী, মোঃ মফিজুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া, আবদুল জলিল, মিজানুর রহমান, মোঃ শাহ আলম, মতিউর রহমান, জয়নাল আবেদীন, মোঃ অজলুল হক, আবদুল খালেক, গোলাম মোস্তফা, কাজল কুমার দেব, লুৎফুন্নাহার বেগম, আবদুল হক, জয়নাল আবেদীন, শামসুল হক, মোঃ গোলাম

		মোস্তফা, মোঃ জালাল উদ্দিন, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এম. এন. বাহাউদ্দিন আহাম্মেদ, ইন্দু ভুষন রায়, সহিদুল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান, বোরহানউদ্দিন আহাম্মেদ ও মোঃ জামসেদ মিয়া। ১৯৭১ সালের পরীক্ষাটি ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে হয়েছিল-নবীনগর থানায়।
৫৬.	১৯৭২	মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ মুরশিদ মিয়া, মোঃ সেলিম মিয়া, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ মাছুদুর রহমান, বাবুল চন্দ্র সাহা, অশোক কুমার রায়, স্বপন কুমার রায়, নারায়ণ চন্দ্র রায়, সফিকুল ইসলাম, আবুল কাসেম, ছাইফুল ইসলাম, ডা. মতিউর রহমান, অজয় কুমার ভৌমিক, গোলাম কবির, আবদুর রব, নজরুল ইসলাম, মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ মহসিন, এ.কে.এম. মমিনুল ইসলাম, মোঃ আবদুছ ছাত্তার, রেজাউল করিম, আবদুল অদুদ, হাসনা বেগম, মোঃ হারিছুর রহমান, আবু দাউদ, এহসানুল কবির, মোঃ নাছির উদ্দিন ও গোলাম মোস্তফা। ১৯৭২ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষাটি ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে বাঞ্ছারামপুর থানায় হয়েছে।
৫৭.	১৯৭৩	মোঃ ফরিদ উদ্দিন-কুমিল্লা বোর্ডে ১৮তম স্থান দখলকারী, আবদুল হক, যুগ্ম-সচিব মোঃ মতিউর রহমান, মোঃ হানিফ, কৃষ্ণধন বনিক, অনিল চন্দ্র দেবনাথ, হরিলাল দেবনাথ, বিকাশ চন্দ্র দেবনাথ, মোঃ ইদ্রিস মিয়া, সন্তোস কুমার দেব, আবদুল হালিম, মোঃ মোয়াজ্জেম আলী, মোঃ লেকত আলী, ফজলুল হক, মোঃ ফজলুল হক, মোঃ কবির আহম্মেদ, মনোয়ারা বেগম ও মোঃ খলিলুর রহমান।
৫৮.	১৯৭৪	?।
৫৯.	১৯৭৫	মোঃ হুমায়ূন কবির, মোঃ আলী আজম, মোঃ মনিরুল হক ও মোঃ অহিদুজ্জামান।
৬০.	১৯৭৬	অধ্যাপক ডা. মোঃ খবির উদ্দিন আহমেদ, মোঃ শুক্কুর জামান, মোঃ মিজানুর রহমান ও আবদুল মান্নান।
৬১.	১৯৭৭	আবদুল কাউয়ুম ও আবু তাহের।
৬২.	১৯৭৮	?।
৬৩.	১৯৭৯	কর্ণেল ডা. এ. কে. মাহবুবুল হক, হুমায়ূন কবির, নজরুল ইসলাম, মোঃ মাঈনুদ্দিন ও মোঃ অহিদুজ্জামান।
৬৪.	১৯৮০	ডা. মোঃ হারুণ অর রশিদ, মোঃ সেলিম রেজা, মোঃ নোয়াব মিয়া, পিয়ারা আক্তার ও ভবানী রানী দেবী।
৬৫.	১৯৮১	ভজন চন্দ্র দাস ও মরহুম মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ।
৬৬.	১৯৮২	মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, আবদুল হক, সাবেক এম. পি. মরহুম মোঃ শাহজাহান হাওলাদার, আবদুল অদুদ, মোঃ জাহের মিয়া, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আক্তারুজ্জামান, মোঃ ইমরুল কায়েস ও রাহেনা বেগম।
৬৭.	১৯৮৩	মোঃ কামরুল হাছান।
৬৮.	১৯৮৪	দিলীপ কুমার সাহা, মোঃ ইসহাক, মোঃ কবির উদ্দিন ও শামিম আহম্মেদ।
৬৯.	১৯৮৫	?।
৭০.	১৯৮৬	শ্যামল চন্দ্র দেবনাথ, অশোক কুমার বণিক, এ. কে. এম. রুহুল আমিন, মোসলেম উদ্দিন আহম্মেদ, আবদুর রব, লিটন চন্দ্র দেবনাথ ও স্বপন কুমার দেবনাথ।
৭১.	১৯৮৭	আনিসুর রহমান ও মানিক চন্দ্র দাস।
৭২.	১৯৮৮	এ. এন. এস. মাহবুব আলম, বিপ্লব কুমার সাহা, মোঃ সহিদুল্লাহ ও চন্দ্র মোহন দাস।
৭৩.	১৯৮৯	আবদুল হালিম, লুৎফা খাতুন ও হনুফা বেগম।
৭৪.	১৯৯০	এ. এফ. এম. আমির হোসেন, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, রঘুনাথ বণিক ও মোঃ আবু তাহের।
৭৫.	১৯৯১	ড. মহিউদ্দিন আহমেদ, মারুফ আহমেদ, নূরে আলম, মোঃ এরশাদ মিয়া, মোঃ নাছির উদ্দিন, মোঃ মহসীন, মোঃ ফোরকান মিয়া ও শামিম আহম্মেদ।
৭৬.	১৯৯২	গোপাল কৃষ্ণ ভৌমিক, মোঃ ফুল মিয়া, মোঃ রাশেদুর রহমান, মোঃ শফিকুল ইসলাম, একরাম হোসেন, মোছঃ নুর নাহার ফিরুজ, ক্যানিজ রোজিনা, শিউলী আক্তার, মোঃ মাজহারুল হক, আবদুল হাই মাসুদ, ওমর আল জালালী, হাবিবুর রহমান, মোস্তাক আহাম্মেদ, মোঃ শাহাবুদ্দিন, মোশাররফ হোসেন, আনোয়ারুল হক, শরিফুল ইসলাম, মহিউদ্দীন, তাহমিনা আক্তার, সায়মা আক্তার, খাদিজা আক্তার, হোসনেয়ারা বেগম, রুবী আক্তার, তানিয়া সুলতানা, আনোয়ারুল হক, আমেনা খাতুন, অশোক কুমার ঘোষ, তাপস চন্দ্র সাহা, মোঃ নাছির উদ্দিন, দিলীপ কুমার সুত্রধর ও মোঃ নূরুল ইসলাম।
৭৭.	১৯৯৩	মালেকা বেগম, শায়েস্তরা বেগম, লুৎফুন নাহার শিখা, তাসলিমা আক্তার, খবির উদ্দিন, নাহিদ উদ্দিন ভূইয়া, দুলার কুমার সাহা, নাজির আলম, কাজল মিয়া, আমিরুল ইসলাম, সমিরুজ্জামান, রাহাত সুমন, আলমগীর হোসেন, মোঃ মোজাম্মেল হক, মইনুল হক, তোফায়েল আহম্মেদ, মহসিন মিয়া, মাসুদ মিয়া, দুলাল মিয়া, মোঃ

		জাকির হোসেন, মোঃ বাদল মিয়া, মোঃ আলমগীর হোসেন, আবদুল হান্নান, শফিকুল ইসলাম, আবদুছ ছাত্তার, মকবুল হোসেন, রুবীনা ইয়াছমিন, লিলি বেগম, রমিজা আক্তার, পারভীন আক্তার, হেনা বেগম, নাজমা বেগম, শামিমা আক্তার, ইব্রাহিম খলিল, আমজাদ হোসেন ও কাজী শাহনেয়াজ।
৭৮.	১৯৯৪	মোহাম্মদ ফারুক আহাম্মদ, মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, নাছির উদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ রুবেল হায়দার, পরিতোষ বনিক, মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন, মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সেন্টু দেবনাথ, মোহাম্মদ শাহজালাল(টিপু), মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ আলী(বাবলু), আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী আযম, মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ মোবায়েনুল ইসলাম, রসিক লাল দেবনাথ, মোহাম্মদ সোহেল রানা, মোহাম্মদ ফজলুল হক, মোহাম্মদ আলী সরকার, মোহাম্মদ সৈয়দুজ্জামান, মোহাম্মদ হাসান বশির, মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাবুল আহমেদ জালালী, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ কামরুল হাসান, মোশাররফ হোমেন, দিলীপ চন্দ্র দেব, মোসাম্মৎ ইয়াসমিন নুর, শামসুন নাহার নুরানী, মীর হোসেন, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, করুনা রানী দেবী, মোসাম্মৎ সাবিকুর নাহার(লাইলী), সারমীন সুলতানা, সাহেনা আক্তার, ফাহমিনা আক্তার, মোসাম্মৎ রত্না আক্তার, মোসাম্মৎ শরিফা খাতুন, মোসাম্মৎ খোজেদা বেগম, মোসাম্মৎ জেসমিন বেগম ও সেলিম রেজা।
৭৯.	১৯৯৫	মাকসুদা আক্তার, শিখা রানী সাহা, সনিয়া আক্তার, মোসাম্মৎ দেলোয়ারা বেগম, নাসিমা আক্তার, ফরিদা ইয়াসমিন, লিপিকা ইয়াসমিন, মোসাম্মদ খায়রুন নাহার, পারুল আক্তার, সাবিত্র বালা দেব, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, শাহিনুর নিয়াজ, সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন, কানিজ রেখা, মোহাম্মদ শাহআলম, মনিরুল হক মনির, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ যাকারিয়া, মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান, মোহাম্মদ আরিফুল হক, মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, মোহাম্মদ ফারুক আহাম্মদ, মোহাম্মদ জহিরুল হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোঃ গোলাম কিবরিয়া, আবু কাইয়ূম, মোহাম্মদ জিয়াউল হক, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বলরাম রায়, মোহাম্মদ জাকির হাসান, মোহাম্মদ আবু কাওসার, মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোঃ উজ্জল হোসেন, মোহাম্মদ অলিউল্লাহ, খন্দকার আবুল আব্বাস, মোহাম্মদ রুহুল আমীন, মোঃ নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, মোহাম্মদ সেলিম মিয়া, মোঃ আজিজুল হক, দীপক কুমার সূত্রধর, মোসাম্মৎ শামসুন নাহার বেগম, জিন্নাতুন নাহার, হাসিনা আক্তার, মোসাম্মৎ কোহিনুর আক্তার, মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন, সালমা আক্তার, পারভীন আক্তার, করুনা রানী ভৌমিক, লাভলী আক্তার, জেসমিন নুর বেবী, শ্যামল সূত্রধর, ললিতা রানী ভৌমিক ও খোকী রানী ভৌমিক।
৮০.	১৯৯৬	শরীফা আক্তার, পারভীন আক্তার, শিউলী আক্তার, লিলি আক্তার, নাছরিন আক্তার, শারমীন নূর শিখা, জাকির হোসেন, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ সামসুল আলম, মোঃ মাসুদুর রহমান, মোহাম্মদ জালালউদ্দীন, মোহাম্মদ নবীর হোসেন, মোহাম্মদ মাহাবুবুর রশীদ, মোঃ জাকির হোসেন, শ্রীনিবাস দেবনাথ, মোঃ কামরুল হাসান, মোহাম্মদ আলম মিয়া, মোঃ কবির হোসেন, মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন মুনশি, বিশ্বনাথ বণিক, আলী আহাম্মদ, শফিকুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান অপু, মোঃ হেলাল উদ্দিন, মোঃ নাজমুল হক, মোঃ আনিসউজ্জামান, মোঃ আমির হোসেন, প্রঞ্জিত ভৌমিক, মোঃ বিল্লাল হোসেন, মোহাম্মদ আলী, শ্যামল চন্দ্র সাহা, শিবু কুমার ঘোষ, লিটন চন্দ্র সাহা, দিলীপ কুমার সাহা, মোঃ রায়হান উদ্দিন, পুর্নিমা রানী ঘোষ, শিপরা রানী ঘোষ, বিউটী আক্তার, ল্যাবনী আক্তার, মমতাজ আক্তার, ডলি আক্তার, বেবী আক্তার, রোকসানা আক্তার, মোঃ আমির হোসেন, মোঃ লিটন মিয়া, মোঃ তাজুল ইসলাম, আলমগীর হোসেন, আশিকুর রহমান, কাজল চন্দ্র দেব, আবদুল ওদুদ, আফাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ রিপন মিয়া।
৮১.	১৯৯৭	মোঃ জাকির হোসেন, হৃদয় মাহমুদ, ফয়েজ আহম্মেদ, কাউসার আহম্মেদ, আজমুল হাসান, রিপন মিয়া, বিজন দেবনাথ, নজরুল ইসলাম, শুক্কুর আলী, রাম প্রসাদ দেবনাথ, শুধীর কুমার রায়, তাপস দেবনাথ, সুবল চন্দ্র দাস, ওবায়দুল্লাহ, সাজ্জাদ হোসেন, অঅমির হোসেন, আলী আকবর, রফিকুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আলাউদ্দিন, আমির হোসেন, আবুল কালাম, আতিকুর রহমান, রাকিব হোসেন, মীর আলম, বজলুল হক, হাসান ইমাম, লোকমান মিয়া, কাজল কুমার ঘোষ, আসাদুল হক, মাহাবুব আলম, গোলাম মোস্তফা, খোরশেদ আলম, খায়রুল হক, মোঃ মিন্টু মিয়া, হেলাল উদ্দিন, মোঃ শামীম, মোঃ কাওসার আহমেদ, সাদিয়া আফরোজ, রুবী রানী রায়, ফাহমিনা আক্তার, আকাশ বানু, শরীফা আক্তার, স্মৃতি আক্তার, মরিয়ম আক্তার, রিপালী

		আক্তার, মৌশুমী আক্তার, গৌরী রানী সাহা, ফাতেমা খাতুন, উজ্জল চন্দ্র ঘোষ, মোঃ আল মামুন, মোঃ হেলাল উদ্দিন, লিপি রানী সাহা, শিল্পী রানী রায়, হেপী রানী রায়, হেপী রানী ঘোষ, লাকী আক্তার, রত্না আক্তার, হোসনে আরা আক্তার, রোমা রানী দেবী, সুপ্রিয়া আক্তার, পলাশ দেবনাথ, চন্দন কুমার সাহা ও মোঃ আবদুল হক।
৮২.	১৯৯৮	মনিরুল ইসলাম, মোঃ শামীম আহমেদ, ইকবাল হোসেন, হেলেনা আক্তার, শিউলী আক্তার, রোজিনা আক্তার, তাহমিনা আক্তার, ফতেহ নূর রুবেল, মোঃ সফিকুল ইসলাম, রঞ্জিত দাস, মোঃ আলাউদ্দিন, মোঃ শাহাবুদ্দিন, মোঃ আমিনুল এহসান, মোঃ মাঈনউদ্দিন, মোঃ নাজমুল হাসান, মোঃ ওবায়দুল্লাহ, আজিজুর রহমান, মোঃ বশির উদ্দিন, শরিফুল হক, মহিদুল ইসলাম, আনারুল হক, মোঃ শাহিনুর ইসলাম, বিশ্বজিত রায়, সন্তোষ চন্দ্র ভৌমিক, আজাদ রহমান, আবুল হোসেন, মোঃ নাছির উদ্দিন, ফিরোজা আক্তার, সাবিত্রি দেবনাথ, রত্না পারভিন, শিউলী আক্তার, জিন্নাত নাহার, জোলেখা আক্তার, মনোরুমা দেবী, মমতাজ বেগম, নাসিমা আক্তার, শিল্পী আক্তার, আনারুল হক, আবদুল লতিফ, রেজাউল হক, পারভীন আক্তার, রোকেয়া আক্তার, মমতাজ বেগম, খাদিজা আক্তার, গৌরি রানী সাহা, সবিতা রানী শীল, ফুলেসা আক্তার, আকলিমা আক্তার ও রুবিনা ইয়াসমিন।
৮৩.	১৯৯৯	মোঃ আলাউদ্দিন, মোঃ কামাল উদ্দিন, মোঃ শামিম আহাম্মদ, শায়ন্তী সুলতানা, রোজিনা আক্তার, মোঃ সেন্টু মিয়া, নাছির উদ্দিন, মোঃ ফারুক আহম্মেদ, অপু মিয়া, রঞ্জন দেবনাথ, মির্জা হামিদা আক্তার, হেপি আক্তার, তাসলিমা আক্তার, জাকিয়া সুলতানা, আফরোজ আক্তার, নাছিমা আক্তার, জেসমিন আক্তার, নাজমা আক্তার, স্বপ্না রানী সাহা, রিতা রানী দেবী, নাছরিন আক্তার, শাহিনুর, ঝুমুর রানী ভৌমিক, জুলিয়া আক্তার, গোলাম রব্বানী, সগীর উদ্দিন, মহসিন মিয়া, বিল্লাল হোসেন, আলমগীর হোসেন, মোঃ শাহজালাল, জায়েদুল হাসান, সুমন দেবনাথ, মোঃ মহসিন, মোঃ তৌকির আহাম্মদ, মোঃ লুতফর রহমান, মোঃ আল-মামুন, উজ্জল কুমার ঘোষ, কমলেস দেবনাথ, আশিকুর রহমান, আজিজুল ইসলাম, রহিস উদ্দিন, মইনুল হোসাইন, মুছা হায়দার, বশির উদ্দিন, নাছির উদ্দিন, জুয়েল আহাম্মেদ, কামাল উদ্দিন, সোহেল রানা, সুম জিত দেবনাথ, খবির উদ্দিন, রাকি উদ্দিন, মাসুমা খানম, স্মৃতি আক্তার, রোজিনা আক্তার, জেসমিন আক্তার, নাদিরা বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, হালিমা আক্তার, মিনু আরা বেগম, সাথী আক্তার, আনারুল ইসলাম, আলী আজগর, মতিউর রহমান, কালাচান দাস, সাইফুল ইসলাম, সুমন চন্দ্র ভুইয়া, কামরুল হাসান, মোঃ হানিফ মিয়া, সফিকুল ইসলাম, খায়ের উদ্দিন ও নাজিম উদ্দিন।
৮৪.	২০০০	মোঃ আমির হোসেন, মোঃ আনারুল ইসলাম, মোঃ ইসুমে আজম, মোঃ মোজাম্মেল হক, সুমন কুমার সাহা, সিরাজুল ইসলাম, আল-আমিন, সুমন কুমার সাহা, গোপীনাথ ঘোষ, সুমন কুমার সাহা, গোপীনাথ ঘোষ, সায়েদুল হক, আব্বাস আলী, বিশ্বজিত রায়, আনোয়ার হোসেন, আবদুল মান্নান, এরশাদুর রহমান, আল-আমিন, সেলিম রেজা, আব্দুল হক, সঞ্জয় আচার্য্য, আছমা আক্তার, জেইসী আরাফতি, সাদিয়া আফরোজ, জেসমিন আক্তার, ফারজানা আক্তার, আবু মুছা, নাছরিন আক্তার, সুমি আক্তার, সাবিকুল নাহার ও শাহিনুর আক্তার।
৮৫.	২০০১	জি.পি.এ. ৫.০০/এ বা জি.পি.এ. ৪.০০/এ একজনও পায়নি।
৮৬.	২০০২	জি.পি.এ. ৪.০০/এ.=মোঃ ফয়সাল আহমেদ, আলী রেজায়ে রাব্বী, মমিনুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, মোঃ জাকারিয়া, ফতেহ নুর কলি, মোজাম্মেল হক, মোঃ মাইনুদ্দিন, সুমন দেবনাথ, শামিম আহম্মেদ, হাবিবুর রহমান, হাসানুজ্জামান, সোহেল পারভেজ, মাইনুদ্দিন ও জাকিয়া তুন নাহার।
৮৭.	২০০৩	জি.পি.এ. ৪.০০/এ.=সানজিদা কবির ও মোঃ সাইফুল ইসলাম।
৮৮.	২০০৪	জি.পি.এ. ৪.০০/এ.=মোঃ সাদেকুল ইসলাম, জাফর ইকবাল, মাহমুদুল হাসান, মোঃ মোস্তফা কামাল, মোঃ খবির উদ্দিন ও আজহারুল ইসলাম।
৮৯.	২০০৫	জি.পি.এ. ৫.০০/এ=শাহ আলম (একজন মাত্র)। জি.পি.এ. ৪.০০/এ.= নাজমুন নাহার এশা, ঝুমা রানী রায়, ফারিয়া জামান, মোঃ আবু মুছা, রওশনারা আক্তার, বেরুনা আক্তার, ফাতেমা আক্তার, ফেরদৌসী আক্তার, ফাইথা আক্তার, রোজী আক্তার, সালেহা আক্তার, শ্যামল দেবনাথ, আবদুল হামিদ, মোঃ রবিউল আওয়াল, সুমন আহমেদ, মোঃ নাঈম মিয়া, খবির উদ্দিন, খবির হোসেন ও রুবেল মিয়া।
৯০.	২০০৬	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) দ্বারীদের নাম=সাবিহা সুলতানা, নিপা আক্তার, সামিয়া ইয়াছমিন, এ. এইচ. এম. মেহেদি হাসান, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আবদুল্লাহ আল-মাসুদ, মানিক রতন দাস ও স্বপন কুমার দাস।

		জিপিএ-৪.০০/এ ধারীদের নাম=মোছেনা আক্তার, হেপি আক্তার, মুরাদ হায়দার, মোঃ ফয়সল ইসলাম, হাসান আবেদ, মোঃ মহসিন, পারুল আক্তার, শামিম আহমেদ, আকলিমা আক্তার, রুমা আক্তার, মোঃ রকিব উদ্দিন, লিটন দেবনাথ, মোঃ আবু কাউসার, মোঃ সজিব আহম্মেদ, মোঃ মামুন রানা, মোঃ দৌলত খান, মোঃ সুমন আহমেদ, ফাহাদ খান, মোঃ সমীর হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, মোঃ মোজাম্মেল হক ও মোঃ টিপু সুলতান।
৯১.	২০০৭	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=হাফসা আক্তার, আশিক রায়, আউলাদ হোসেন, মোহাম্মদ আলী ও রেজুয়ানুল ইসলাম।
৯২.	২০০৮	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=মৌসুমী রানী রায়, রোজিনা আক্তার, বিপ্লব চন্দ্র দাস, সুজন কবির, ওমর ফারুক, মোজাম্মেল হক ও রুবেল রানা।
৯৩.	২০০৯	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=ফারজানা আক্তার, ইসরাত জাহান, খান জাহান আলী, সাজেদুল ইসলাম, সফিকুল ইসলাম ও মফিজ উদ্দিন।
৯৪.	২০১০	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=শান্তি নাহার, নিয়তী আক্তার, মিতালী আক্তার, রবিক উদ্দিন, মোঃ হারেছ আহাম্মেদ, মোঃ মহিউদ্দিন ও নাইমুর আহম্মেদ।
৯৫.	২০১১	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=ইসরাত ইসলাম, ইভা আলম, স্বপ্না আক্তার, সানজিদা সুলতানা, জনি আক্তার, অপু আহম্মেদ, কামরুল হাছান, মোঃ সাহাবুদ্দিন, মোঃ শাহাদৎ হোসেন, আল-জুবায়ের, আশিক, সাজেদু রহমান ও ফয়সাল আহাম্মেদ।
৯৬.	২০১২	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=খায়রুন নাহার দীপা, শাহিনুর আক্তার, সাঈদা ইসলাম, শাহিন আহাম্মেদ, মাহবুবুর রহমান ও স্মৃতি আক্তার।
৯৭.	২০১৩	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=প্রশান্ত সূত্রধর, নূরুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, শাহ পরান, সাহাবুদ্দিন, আমজাদ হোসেন, ফতেহ নূর রবিন, সিফায়েত ইসলাম, রাসেল আহাম্মদ, মোঃ নাঈম, বিল্লাল হোসেন, এবাদুল হক, শাওন আহম্মেদ, আল-আমিন, মেহেদী হাসান, সোহাগ মনি, সুমন কবির ও কাজল আহম্মেদ।
৯৮.	২০১৪	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=নিলীমা নাহার মিতু, সিনথিয়া সুলতানা, সাঈদা জাহান তামান্না, সাবিকুন নাহার স্বপ্না, নিলুফা ইয়াছমীন, পুর্নিমা আক্তার, সুপ্তি প্রদান, আয়েশা আক্তার, তানিয়া সুলতানা, ইতি রানী দেবী, সানজিলা রহমান, মারিয়া আক্তার, জোস্বী আক্তার, সুমি আক্তার, মিথিলা হক, শাফরাত হোসেন, জাহিদ হাসান, উজ্জল হোসেন, আতাউর রহমান, প্রান্ত সাহা, সাগর আহম্মেদ, মিরাজুল সরকার, রাকিব আহাম্মেদ ও সাবিকুন নাহার।
৯৯.	২০১৫	জি.পি.এ. ৫.০০(এ+) ধারীদের নাম=সাকিবুল হাসান, মোঃ আজিজুল হক, রাকিব আহমেদ, হাসিবুর রহমান, রেজাউল করিম, রিফাতুল ইসলাম শুভ, শিবলী আহমেদ, মেহেদী হাসান, তাসলিমা রহমান, কেয়া মনি, সাদিয়া আফরোজ, মাহমুদা আক্তার, উম্মে মাহবুবা লাকী, শুচি আক্তার, সুচি প্রধান, জুই আক্তার, সানজিদা সুলতানা, আফরোজা জাহান ও রেজুয়ানা আহমেদ ইভা।

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হয়েছেন তা'দের নাম : আরো বলা যাচ্ছে যে, এ তালিকার বাহিরে কারো নাম থাকলে বা কারো নাম বাদ থাকলে বা জানা থাকলে তা'দের নামগুলো আমার ফোন নম্বরে-০১৭১৬৬৫৪৮৪৪ দিতে পারবেন। নাম, গ্রামের নাম, কোন সালে পাস করেছে তার সনসহ দিতে হবে। ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

ক্রমিক	নাম	গ্রামের নাম	স্কুল পাসের সন	স্নাতকোত্তর ডিগ্রী
১.	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া(সচিব)	দরিকান্দি	১৯৩৯	-ঐ-
২.	মরহুম অধ্যাপক মহি-উ-দীন আহমেদ	ভেলানগর	১৯৩৯	-ঐ-
৩.	জনাব অরুণ বরণ চক্রবর্তী	কলকাতা	১৯৩৯	-ঐ-
৪.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল আজীজ খাঁ	ভেলানগর	১৯৪০	-ঐ-
৫.	অধ্যাপক ড. শচীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ(ভারতে চলে গেছেন)	খানেপাড়া-রূপসদী	১৯৪৪	-ঐ-
৬.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল মোমেন	মিরপুর	১৯৪৫	-ঐ-
৭.	মরহুম মুস-লেহ-উদ-দীন আহম্মেদ(সচিব)	ভেলানগর	১৯৪৭	-ঐ-

৮.	মরহুম আবু বকর	মধ্যনগর	১৯৪৯	-ঐ-
৯.	জনাব আবু তালেব	মধ্যনগর	১৯৪৯	-ঐ-
১০.	মরহুম অধ্যাপক ড. আবদুল করিম ওরফে তিতু	পাড়াতুলি	১৯৫০	-ঐ-
১১.	মরহুম মেসবাহ উদ্দিন আহাম্মদ	ভেলানগর	১৯৫১	-ঐ-
১২.	ডা. এ. কে. এমডি. আহসান আলী	রূপসদী	১৯৫২	-ঐ-
১৩.	অধ্যাপক মোঃ হুমায়ূন কবীর চৌধুরী	ডোমরাকান্দি	১৯৫৩	-ঐ-
১৪.	ডা. ভবেশ চন্দ্র দাশ	বাঙ্গরা-দৌলতপুর	১৯৫৪	-ঐ-
১৫.	মরহুম মোঃ মফিজ উদ্দিন শিকদার(যুগ্ম-সচিব)	খাল্লা	১৯৫৫	-ঐ-
১৬.	অধ্যাপক ড. অমরেশ চন্দ্র দাশ	বাঙ্গরা-দৌলতপুর	১৯৫৭	-ঐ-
১৭.	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান(অবসর)(উপ-সচিব)	রূপসদী	১৯৫৯	-ঐ-
১৮.	অধ্যাপক মোঃ হুমায়ূন কবীর	নান্দরকান্দা(দরিকান্দি)	১৯৬১	-ঐ-
১৯.	ড. রওশন আলম(শিল্পপতি)	মিরপুর	১৯৬১	-ঐ-
২০.	জনাব আমিরুল করিম(মাওলা)-যুগ্ম-সচিব	খাল্লা	১৯৬২	-ঐ-
২১.	জনাব মোঃ রমিজউদ্দিন	খাককান্দা	১৯৬৫	-ঐ-
২২.	জনাব মোঃ শামসুদ্দোহা ওরফে আখতার	খাল্লা	১৯৬৫	-ঐ-
২৩.	জনাব মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন আহমেদ	ভিটি বিষাড়া	১৯৬৬	-ঐ-
২৪.	জনাব মোঃ শামসুজ্জামান ওরফে ঝান্টু	ভিটি বিষাড়া	১৯৬৬	-ঐ-
২৫.	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ নিজামউদ্দিন	দরিভেলানগর	১৯৬৬	-ঐ-
২৬.	অধ্যাপক কর্ণেল(অব.) শাহ মুর্তজা আলী	কাঞ্চনপুর	১৯৬৭	-ঐ-
২৭.	জনাব মোঃ ময়নাল হোসেন চৌধুরী	পাড়াতুলি	১৯৬৭	-ঐ-
২৮.	জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন	পাড়াতুলি	১৯৬৭	-ঐ-
২৯.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন	নয়াগ্রাম-নবীগর	১৯৬৭	-ঐ-
৩০.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	দরিভেলানগর	১৯৬৭	-ঐ-
৩১.	জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন ওরফে জাহাঙ্গীর	ভেলানগর	১৯৬৮	-ঐ-
৩২.	মরহুম মোঃ আবদুল হক	ফরদাবাদ	১৯৬৮	-ঐ-
৩৩.	উইং কমান্ডার আবুল হাশেম	পাড়াতুলি	১৯৬৮	-ঐ-
৩৪.	জনাব এম. এ. মতিন(মানিক)	ফরদাবাদ	১৯৬৯	-ঐ-
৩৫.	ড. মোঃ মুখলেসুর রহমান	কাঞ্চনপুর	১৯৬৯	-ঐ-
৩৬.	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	রূপসদী	১৯৬৯	-ঐ-
৩৭.	মরহুম ডা. ওমর ফারুক	দরিভেলানগর	১৯৭০	-ঐ-
৩৮.	মেজর জেনারেল ডা. এম. এ. বাকি	রূপসদী	১৯৭০	-ঐ-
৩৯.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	পাড়াতুলি	১৯৭০	-ঐ-
৪০.	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর	পাড়াতুলি	১৯৭০	-ঐ-
৪১.	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	পাড়াতুলি	১৯৭০	-ঐ-
৪২.	মরহুম মোঃ মাজেদুল ইসলাম	মধ্যনগর	১৯৭০	-ঐ-
৪৩.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	মিরপুর	১৯৭০	-ঐ-
৪৪.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	রূপসদী	১৯৭০	-ঐ-
৪৫.	জনাব মোঃ আবদুল কাইয়ুম	ভেলানগর	১৯৭১	-ঐ-
৪৬.	জনাব ইন্দু ভোষন রায়	খানেপাড়া	১৯৭১	-ঐ-
৪৭.	মরহুম মোঃ মফিজুল ইসলাম	রূপসদী	১৯৭১	-ঐ-
৪৮.	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	দরিকান্দি	১৯৭১	-ঐ-
৪৯.	কাজী নজরুল ইসলাম	পাড়াতুলি	১৯৭২	-ঐ-

৫০.	জনাব হাসনা বেগম	খাল্লা	১৯৭২	-ঐ-
৫১.	জনাব বাবুল চন্দ্র সাহা	নরসিংদী	১৯৭২	-ঐ-
৫২.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান(যুগ্ম-সচিব) ৭ম বি.সি.এস.	ছয়ফুল্লাকান্দি	১৯৭৩	-ঐ-
৫৩.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	ভেলানগর	১৯৭৩	-ঐ-
৫৪.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা	রূপসদী	১৯৭৪	-ঐ-
৫৫.	জনাব এ. কে. এম. রওশন আলম	মিরপুর	১৯৭৪	-ঐ-
৫৬.	জনাব আবদুল কাদির	খাল্লা	১৯৭৪	-ঐ-
৫৭.	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির	ভেলানগর	১৯৭৫	-ঐ-
৫৮.	জনাব মোঃ মঞ্জুর হোসেন	দরিভেলানগর	১৯৭৫	-ঐ-
৫৯.	জনাব মোঃ আবদুল মবিন	ফরদাবাদ	১৯৭৫	-ঐ-
৬০.	জনাব পারুল	পাড়াতুলি	১৯৭৫	-ঐ-
৬১.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	রূপসদী	১৯৭৫	-ঐ-
৬২.	জনাব কালী দাস বনিক	খানেপাড়া	১৯৭৫	-ঐ-
৬৩.	জনাব মোঃ হানিফ	রূপসদী	১৯৭৫	-ঐ-
৬৪.	জনাব আবদুল মান্নান(ডি.এল.ও.) ৭ম বি.সি.এস.	ছয়ফুল্লাকান্দি	১৯৭৬	-ঐ-
৬৫.	অধ্যাপক ডা. মোঃ খবিরউদ্দিন আহমেদ	রূপসদী	১৯৭৬	-ঐ-
৬৬.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী	মিরপুর	১৯৭৬	-ঐ-
৬৭.	জনাব মোঃ শুকুর আলী	মধ্যনগর	১৯৭৬	-ঐ-
৬৮.	মরহুম মোঃ আনারুল হক	রূপসদী	১৯৭৬	-ঐ-
৬৯.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	রূপসদী	১৯৭৭	-ঐ-
৭০.	জনাব মিসেস হোসনে আরা জালালী	রূপসদী	১৯৭৭	-ঐ-
৭১.	জনাব দিলীপ কুমার বণিক	খানেপাড়া	১৯৭৮	-ঐ-
৭২.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন মুকুল	ভেলানগর	১৯৭৮	-ঐ-
৭৩.	জনাব উৎপল	খানেপাড়া	১৯৭৮	-ঐ-
৭৪.	জনাব আবুল কাশেম	রূপসদী	১৯৭৮	-ঐ-
৭৫.	জনাব মোঃ ওমর আলী	রূপসদী	১৯৭৯	-ঐ-
৭৬.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	মাসিমনগর	১৯৭৯	-ঐ-
৭৭.	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান	রূপসদী	১৯৭৯	-ঐ-
৭৮.	জনাব মোঃ শাহআলম	রূপসদী	১৯৭৯	-ঐ-
৭৯.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা(যুগ্ম সচিব)	ভেলানগর	১৯৮০	-ঐ-
৮০.	সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ হারুন অর রশিদ	রূপসদী	১৯৮০	-ঐ-
৮১.	জনাব মিসেস পিয়ারা পারভীন	রূপসদী	১৯৮০	-ঐ-
৮২.	জনাব নোয়াব আলী	গকুলনগর	১৯৮০	-ঐ-
৮৩.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	হোগলাকান্দি	১৯৮০	-ঐ-
৮৪.	জনাব মিসেস পিয়ারা পারভিন	রূপসদী	১৯৭৯	-ঐ-
৮৫.	জনাব ভজন চন্দ্র দাস	আলগী-মুরাদনগর	১৯৮১	-ঐ-
৮৬.	জনাব মোঃ মাইনউদ্দিন	ভেলানগর	১৯৮১	-ঐ-
৮৭.	জনাব আবদুল আজীজ	কাঞ্চনপুর	১৯৮১	-ঐ-
৮৮.	জনাব মোঃ শাহজালাল	ফরদাবাদ	১৯৮১	-ঐ-
৮৯.	জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	রূপসদী	১৯৮২	-ঐ-
৯০.	মরহুম মোঃ শাহজাহান হাওলাদার(সাবেক সাংসদ)	রূপসদী	১৯৮২	-ঐ-
৯১.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	ভেলানগর	১৯৮২	-ঐ-

৯২.	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন	ভেলানগর	১৯৮২	-ঐ-
৯৩.	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	খাল্লা	১৯৮২	-ঐ-
৯৪.	জনাব গোলাম মোস্তাফা	রূপসদী	১৯৮২	-ঐ-
৯৫.	জনাব মোঃ ইমরুল কায়েস	পাড়াতলি	১৯৮২	-ঐ-
৯৬.	প্রকৌশলী আবদুল অদুদ ভূঁইয়া	রূপসদী	১৯৮২	-ঐ-
৯৭.	জনাব মোঃ রফিক শিকদার	আশ্রাফবাদ	১৯৮২	-ঐ-
৯৮.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	ভেলানগর	১৯৮৩	-ঐ-
৯৯.	জনাব দিলীপ কুমার সাহা	খানেপাড়া	১৯৮৪	-ঐ-
১০০.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান দেওয়ান	ভেলানগর	১৯৮৪	-ঐ-
১০১.	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির	রূপসদী	১৯৮৪	-ঐ-
১০২.	জনাব আজিজুর রহমান	রূপসদী	১৯৮৪	-ঐ-
১০৩.	জনাব মর্জিনা আক্তার	ভেলানগর	১৯৮৪	-ঐ-
১০৪.	জনাব হিমাংশু দেবনাথ	রূপসদী	১৯৮৪	-ঐ-
১০৫.	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন	রূপসদী	১৯৮৪	-ঐ-
১০৬.	জনাব মুকুল বেগম	রূপসদী	১৯৮৫	-ঐ-
১০৭.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	রূপসদী	১৯৮৫	-ঐ-
১০৮.	জনাব লাকী আক্তার	উত্তর দাররা	১৯৮৬	-ঐ-
১০৯.	জনাব অশোক কুমার বণিক	খানেপাড়া	১৯৮৬	-ঐ-
১১০.	জনাব সুজিত রঞ্জন রায়	খানেপাড়া, রূপসদী	১৯৮৭	-ঐ-
১১১.	জনাব মোঃ তফাজ্জল হোসেন	রূপসদী	১৯৮৭	-ঐ-
১১২.	জনাব সুতপা রানী সাহা	রূপসদী	১৯৮৭	-ঐ-
১১৩.	জনাব নাজমা আক্তার	ভেলানগর	১৯৮৭	-ঐ-
১১৪.	জনাব এ. এন. এস. মাহবুব আলম	ভেলানগর	১৯৮৮	-ঐ-
১১৫.	জনাব মোঃ তোফায়েল	হোগলাকান্দি	১৯৮৮	-ঐ-
১১৬.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন(বিসিএস)	রূপসদী	১৯৮৯	-ঐ-
১১৭.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম	রূপসদী	১৯৮৯	-ঐ-
১১৮.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	হোগলাকান্দি	১৯৮৯	-ঐ-
১১৯.	জনাব মোঃ আবুল বাশার,	রূপসদী	১৯৮৯	-ঐ-
১২০.	জনাব মোঃ জামালউদ্দিন	রূপসদী	১৯৮৯	-ঐ-
১২১.	মোসাম্মৎ খাদিজা আক্তার	রাধানগর	১৯৮৯	-ঐ-
১২২.	জনাব নূরে আলম	ফরদাবাদ	১৯৮৯	-ঐ-
১২৩.	জনাব মোগাম্মদ মবিন	ফরদাবাদ	১৯৮৯	-ঐ-
১২৪.	জনাব এ.এফ.এম. আমীর হোসেন(বিসিএস)	ভেলানগর	১৯৯০	-ঐ-
১২৫.	জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	ভেলানগর	১৯৯০	-ঐ-
১২৬.	জনাব দিলীপ কুমার সূত্রধর	খানেপাড়া	১৯৯০	-ঐ-
১২৭.	জনাব রেখা আক্তার	ভেলানগর	১৯৯০	-ঐ-
১২৮.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান(বিসিএস)	ভেলানগর	১৯৯০	-ঐ-
১২৯.	জনাব রঘুনাথ বণিক	নরসিংদী	১৯৯০	-ঐ-
১৩০.	জনাব শেলীনা আক্তার	লক্ষীপুর	১৯৯০	-ঐ-
১৩১.	ড. মোঃ মহিউদ্দিন আহম্মেদ	ভেলানগর	১৯৯১	-ঐ-
১৩২.	জনাব মোঃ ফরুক আহম্মেদ	খাল্লা	১৯৯১	-ঐ-
১৩৩.	জনাব নূরে আলম	ভেলানগর	১৯৯১	-ঐ-

১৩৪.	জনাব মোঃ শামীম আহাম্মদ	রূপসদী	১৯৯১	-ঐ-
১৩৫.	জনাব মোঃ এরশাদুর রহমান	রূপসদী	১৯৯১	-ঐ-
১৩৬.	জনাব বাদল ঘোষ	খানেপাড়া	১৯৯১	-ঐ-
১৩৭.	জনাব মোঃ কাওসার উদ্দীন	ভেলানগর	১৯৯১	-ঐ-
১৩৮.	জনাব মোঃ মনির হোসেন	বাহেরচর(বাড়াইল	১৯৯১	-ঐ-
১৩৯.	জনাব মোসাম্মৎ আসমা খানম	ভেলানগর	১৯৯১	-ঐ-
১৪০.	জনাব মরহুম মোঃ নাছির উদ্দীন	রূপসদী	১৯৯১	-ঐ-
১৪১.	জনাবা বিউটি আক্তার	দাল্লা(উত্তর দাররা)	১৯৯১	-ঐ-
১৪২.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	দাল্লা(উত্তর দাররা)	১৯৯১	-ঐ-
১৪৩.	জনাব খাদিজা আক্তার(মলি)	ভেলানগর	১৯৯২	-ঐ-
১৪৪.	জনাব সায়মা আক্তার(চমন)	রূপসদী	১৯৯২	-ঐ-
১৪৫.	প্রকৌশলী মোঃ সমীরুজ্জামান ওরফে মিশর	ভেলানগর	১৯৯৩	-ঐ-
১৪৬.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	ভেলানগর	১৯৯৩	-ঐ-
১৪৭.	জনাব মোঃ আমীরুল ইসলাম	রূপসদী	১৯৯৩	-ঐ-
১৪৮.	জনাব মোঃ জামিরুল হক	ভেলানগর	১৯৯৩	-ঐ-
১৪৯.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	রূপসদী	১৯৯৩	-ঐ-
১৫০.	প্রকৌশলী রাহাত সুমন(মেরিন ইঞ্জিনিয়ার)	রূপসদী	১৯৯৩	-ঐ-
১৫১.	জনাব নাছির উদ্দিন আহমেদ(বিসিএস)	ভেলানগর	১৯৯৪	-ঐ-
১৫২.	জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ(বিসিএস)	ভেলানগর	১৯৯৪	-ঐ-
১৫৩.	জনাব সোহেল রানা	ভেলানগর	১৯৯৪	-ঐ-
১৫৪.	জনাব রত্না আক্তার	ভেলানগর	১৯৯৪	-ঐ-
১৫৫.	জনাব লুৎফর নাহার লাইলী	ভেলানগর	১৯৯৪	-ঐ-
১৫৬.	জনাব রুবেল হায়দার	ভেলানগর	১৯৯৪	-ঐ-
১৫৭.	জনাব তাহমিনা আক্তার বন্যা	ভেলানগর	১৯৯৪	-ঐ-
১৫৮.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ	রূপসদী	১৯৯৪	-ঐ-
১৫৯.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ	রূপসদী	১৯৯৪	-ঐ-
১৬০.	জনাব জিন্নাতুন নাহার(পপসি)	রূপসদী	১৯৯৫	-ঐ-
১৬১.	জনাব সনিয়া আক্তার(জুয়েল)	ভেলানগর	১৯৯৫	-ঐ-
১৬২.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	ভেলানগর	১৯৯৫	-ঐ-
১৬৩.	জনাব লিপি আক্তার	রূপসদী	১৯৯৫	-ঐ-
১৬৪.	জনাব সাথী আক্তার	রূপসদী	১৯৯৫	-ঐ-
১৬৫.	জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল	রূপসদী	১৯৯৫	-ঐ-
১৬৬.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হাসান	রূপসদী	১৯৯৫	-ঐ-
১৬৭.	জনাব মোহাম্মদ আরিফুল হক	রূপসদী	১৯৯৫	-ঐ-
১৬৮.	জনাব মোহাম্মদ জাহাংগীর আলম	ভেলানগর	১৯৯৫	-ঐ-
১৬৯.	জনাব মোহাম্মদ আবু কাওসার	নবীপুর(মুরাদনগর)	১৯৯৫	-ঐ-
১৭০.	জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন	খাল্লা	১৯৯৫	-ঐ-
১৭১.	জনাব মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন	বাড়াইলচর	১৯৯৫	-ঐ-
১৭২.	জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম ওরফে সুমন	রূপসদী	১৯৯৬	-ঐ-
১৭৩.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান(অপু)	রূপসদী	১৯৯৬	-ঐ-
১৭৪.	সহকারী অধ্যাপক আসিক মোহাম্মদ শিমুল	রূপসদী	১৯৯৬	-ঐ-
১৭৫.	জনাব মাসুদুর রহমান	কাঞ্চনপুর	১৯৯৬	-ঐ-

১৭৬.	জনাব শিবু ঘোষ	খানেপাড়া-রুপসদী	১৯৯৬	-ঐ-
১৭৭.	জনাব শ্রীনিবাস দেবনাথ	খানেপাড়া-রুপসদী	১৯৯৬	-ঐ-
১৭৮.	জনাব নূর মোহাম্মদ ওরফে দবির	ভেলানগর	১৯৯৬	-ঐ-
১৭৯.	জনাব মোহাম্মদ কাওসার আহমেদ	রূপসদী	১৯৯৬	-ঐ-
১৮০.	জনাব লাবনী আক্তার	রূপসদী	১৯৯৬	-ঐ-
১৮১.	জনাব ফারহানা আক্তার(চম্পা)	ভেলানগর	১৯৯৬	-ঐ-
১৮২.	জনাব সাদিয়া পারভীন	রূপসদী	১৯৯৭	-ঐ-
১৮৩.	জনাব কাওসার আহমেদ	রূপসদী	১৯৯৭	-ঐ-
১৮৪.	জনাব মোঃ রুহুল আমীন(জ্বিলানী)	ভেলানগর	১৯৯৭	-ঐ-
১৮৫.	জনাব ফিরোজা আক্তার	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৮৬.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন(বিসিএস)	ভেলানগর	১৯৯৮	-ঐ-
১৮৭.	জনাব ফতেনূর রুবেল	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৮৮.	জনাব ফরহাদ আহমেদ	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৮৯.	জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম(বিসিএস)	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৯০.	জনাব শিউলী আক্তার	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৯১.	জনাব রত্না পারভিন	কাঞ্চনপুর	১৯৯৮	-ঐ-
১৯২.	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৯৩.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৯৪.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	রূপসদী	১৯৯৮	-ঐ-
১৯৫.	জনাব মাহীনুর আক্তার স্মৃতি	রূপসদী	১৯৯৯	-ঐ-
১৯৬.	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম	রূপসদী	১৯৯৯	-ঐ-
১৯৭.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	রূপসদী	১৯৯৯	-ঐ-
১৯৮.	জনাব নাদিয়া আক্তার	রূপসদী	১৯৯৯	-ঐ-
১৯৯.	জনাব মাসুমা খানম(উর্মি)	রূপসদী	১৯৯৯	-ঐ-
২০০.	ডা. আলমগীর হোসেন, বি.সি.এস.,	রূপসদী	১৯৯৯	-ঐ-
২০১.	জনাব আনারুল ইসলাম(বিসিএস)	রূপসদী	২০০০	-ঐ-
২০২.	জনাব মোঃ আলামিন(বিসিএস)	রূপসদী	২০০০	-ঐ-
২০৩.	জনাব মোঃ আনোয়ার	রূপসদী	২০০০	-ঐ-
২০৪.	জনাব আলামিন	ভেলানগর	২০০০	-ঐ-
২০৫.	জনাব শরিফা আক্তার নিলু	রূপসদী	২০০০	-ঐ-
২০৬.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২০৭.	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	ভেলানগর	২০০১	-ঐ-
২০৮.	জনাব সোয়াজ	ভেলানগর	২০০১	-ঐ-
২০৯.	জনাব তুহিন	ভেলানগর	২০০১	-ঐ-
২১০.	জনাব ওবায়দুল হক(উল্লাস)	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২১১.	জনাব ফরহাদ আহমেদ	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২১২.	জনাব বায়েজীদ আলম	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২১৩.	জনাব সাইদুল ইসলাম	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২১৪.	জনাব সাবিনা আকতার	ভেলানগর	২০০১	-ঐ-
২১৫.	জনাব হিমাদ্রী দেবনাথ	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২১৬.	জনাব রাশেদুল হক পলাশ	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২১৭.	জনাব শফিকুল ইসলাম	রূপসদী	২০০১	-ঐ-

২১৮.	জনাব হাসানুল ইসলাম	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২১৯.	জনাব কামাল হোসেন	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২০.	জনাব সাইফুল ইসলাম	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২১.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান(তপু)(বিসিএস)	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২২.	জনাব সোহেল রানা	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২৩.	জনাব শারমিন আক্তার	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২৪.	জনাব জামির হোসেন	পাঠামারা	২০০১	-ঐ-
২২৫.	জনাব আনিমুল হক	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২৬.	জনাব জয়ন্তী রানী	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২৭.	জনাব কাকলী আক্তার	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২৮.	জনাব জহিরুল ইসলাম	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২২৯.	জনাব দুলাল মিয়া	রূপসদী	২০০১	-ঐ-
২৩০.	জনাব মোঃ ফয়সাল আহমেদ	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩১.	জনাব মমিনুল ইসলাম(বিসিএস)	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩২.	জনাব মনিরুল ইসলাম(দিপু)(বিসিএস)	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩৩.	জনাব আলী রেজায়ে রাব্বি(বিসিএস)	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩৪.	জনাব নাদিম হোসাইন	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩৬.	জনাব মোঃ জাকারিয়া	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩৭.	জনাব মফিজ উদ্দিন	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩৮.	ডা. ফতেহ নুর কলি	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৩৯.	জনাব তুহিনুল হক(উৎফল)বিসিএস-এ যোগদান করেনি	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪০.	জনাব রাবেয়া আক্তার	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪১.	জনাব সোহেল পারভেজ	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪২.	জনাব হাসানুজ্জামান(হাসান)	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪৩.	জনাব দয়াল হরিনাথ ভৌমিক	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪৪.	জনাব সঞ্জিত রঞ্জণ ভৌমিক	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪৫.	জনাব হাবিবুর রহমান	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪৬.	জনাব জারিয়াতুন নাহার(মাকসুদা)	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪৭.	জনাব সাবেরা জামিল(জসী)	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪৮.	জনাব নাসরিণ আক্তার(নীপা)	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৪৯.	জনাব মাইনউদ্দিন	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৫০.	জনাব শামীম আহমেদ	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৫১.	জনাব সাবিহা সুলতানা	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৫২.	জনাব রোকসানা আক্তার	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৫৩.	জনাব আবুল হোসেন	রূপসদী	২০০২	-ঐ-
২৫৪.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	রূপসদী(মধ্যপাড়া)	২০০২	-ঐ-
২৫৫.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান	রূপসদী(দক্ষিণপাড়া)	২০০২	-ঐ-
২৫৬.	জনাব মোঃ মাইনউদ্দিন	ভেলানগর	২০০২	-ঐ-
২৫৭.	জনাব সাইদুর রহমান	ভেলানগর	২০০২	-ঐ-
২৫৮.	জনাব মাইনউদ্দিন	ভেলানগর	২০০২	-ঐ-
২৫৯.	জনাব মির্জা মইনুল হক	ভেলানগর	২০০২	-ঐ-

২৬০.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	ভেলানগর	২০০২	-ঐ-
২৬১.	জনাব ফরিদা আক্তার	ভেলানগর	২০০২	-ঐ-
২৬২.	জনাব হাসিনা আক্তার	ভেলানগর	২০০২	-ঐ-
২৬৩.	জনাব মেহেদী হাসান	রামকৃষ্ণপুর	২০০২	-ঐ-
২৬৪.	জনাব মোঃ মাইনউদ্দিন(বিসিএস)	ভেলানগর	২০০৩	-ঐ-
২৬৫.	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন আহমেদ	ভেলানগর	২০০৩	-ঐ-
২৬৬.	জনাব সাব্বির আহমেদ	ভেলানগর	২০০৩	-ঐ-
২৬৭.	জনাব পলি আক্তার	ভেলানগর	২০০৩	-ঐ-
২৬৮.	জনাব সাবিনা আক্তার	ভেলানগর	২০০৩	-ঐ-
২৬৯.	জনাব জাহিদুল ইসলাম	ভেলানগর	২০০৩	-ঐ-
২৭০.	জনাব সাবিনা আক্তার	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭১.	জনাব নাহিদা আক্তার	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭২.	জনাব জামির হোসেন	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭৩.	জনাব রবিল বনিক	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭৪.	জনাব সাইফুল ইসলাম	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭৫.	জনাব আওলাদ হোসেন	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭৬.	জনাব ময়না আক্তার	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭৭.	জনাব জহিরুল ইসলাম	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭৮.	জনাব মৌসমী ইসলাম	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৭৯.	জনাব অদ্বৈত ভৌমিক	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৮০.	জনাব মোঃ আতিক	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৮১.	জনাব মোঃ আলাল	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৮২.	জনাব সুজন কবির	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৮৩.	জনাব ডালিয়া আক্তার	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৮৪.	জনাব দেলোয়ার হোসেন	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৮৫.	জনাব নাসরিন আক্তার ওরফে নাসিমা	রূপসদী	২০০৩	-ঐ-
২৮৬.	জনাব হালিমা আক্তার	খাল্লা	২০০৩	-ঐ-
২৮৭.	জনাব তাহমিনা আক্তার	খাল্লা	২০০৩	-ঐ-
২৮৮.	জনাব সানজিদা কবির	পাড়াতুলি	২০০৩	-ঐ-
২৮৯.	জনাব মোঃ সাদেকুল ইসলাম	রূপসদী	২০০৪	-ঐ-
২৯০.	জনাব মোঃ জাফর ইকবাল	রূপসদী	২০০৪	-ঐ-
২৯১.	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	রূপসদী	২০০৪	-ঐ-
২৯২.	জনাব ফারিয়া জামান	রূপসদী	২০০৪	-ঐ-
২৯৩.	জনাব উম্মে সালমা	রূপসদী	২০০৪	-ঐ-
২৯৪.	জনাব মোসাঃ রওশানারা আক্তার	রূপসদী	২০০৫	-ঐ-
২৯৫.	জনাব ফেরদৌসী আক্তার	রূপসদী	২০০৫	-ঐ-
২৯৬.	জনাব রবিউল আউয়াল	ভেলানগর	২০০৫	-ঐ-
২৯৭.	জনাব মেহেদী হাসান অপু	হোগলাকান্দা	২০০৬	-ঐ-
২৯৮.	জনাব সাবিহা সুলতানা	রূপসদী	২০০৬	-ঐ-
২৯৯.	জনাব মনিরুল হক মনি	রূপসদী	২০০৬	-ঐ-
৩০০.	জনাব মুরাদ হায়দার টিপু	রূপসদী	২০০৬	-ঐ-
৩০১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	রূপসদী	২০০৬	-ঐ-

৩০২.	জনাব নিপা আক্তার	রূপসদী	২০০৬	-ঐ-
৩০৩.	জনাব মোঃ রাকিব উদ্দিন	ভেলানগর	২০০৬	-ঐ-
৩০৪.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ-আল-মামুন	ভেলানগর	২০০৬	-ঐ-
৩০৫.	জনাব সামিরা ইয়াছমিন	ভেলানগর	২০০৬	-ঐ-
৩০৬.	জনাব ফাহাদ খান	ভেলানগর	২০০৬	-ঐ-
৩০৭.	জনাব মানিক রতন দাস	বালুয়াকান্দি	২০০৬	-ঐ-
৩০৮.	জনাব স্বপন কুমার দাস	বালুয়াকান্দি	২০০৬	-ঐ-
৩০৯.	জনাব মোঃ নাজমুল হাসান	রূপসদী	২০০৭	-ঐ-
৩১০.	জনাব ফারজানা আক্তার(ববি)	রূপসদী	২০০৭	-ঐ-

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে নির্বাচিত রাজনীতিবিদগণ ছিলেন বা আছেন :

১.	মরহুম আইনজীবী এ. কে. এম. জহিরুল হক ওরফে লিল মিয়া	১৯৫৪ সালে যুক্ত-ফ্রন্টের আমলে পূর্ব-বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।
২.	মরহুম মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ওরফে অদু মিয়া	১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন।
৩.	মরহুম মোঃ শাহজাহান হাওলাদার ওরফে সুজন	১৯৯৪ সালে উপ-নির্বাচনে ও ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এক দলীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) এ. বি. তাজুল ইসলাম ওরফে তরু	১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর-এর নির্বাচনে সাংসদ ছিলেন এবং ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
৫.	মরহুম মোহাম্মদ মোসলেউদ্দিন আহমেদ খাঁ-১৯৪৬ সালে	কুমিল্লা জিলা বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব, ডি.সি.,ইউ.এন.ও. বা অন্যান্য ক্যাডারে কে-কি ছিলেন বা হয়েছেন তা'দের নামগুলোঃ

১.	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া(অব.), বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস-১৯৪৭(অবিভক্ত বাঙলার বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও নিযুক্তিপ্রাপ্ত, এ স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম)	সচিব	১৯৩৯	দরিকান্দি
২.	মরহুম মুস-লেহ-উদ-দীন আহম্মেদ(অবসর)	সচিব	১৯৪৭	ভেলানগর
৩.	মরহুম মফিজ উদ্দিন শিকদার,অব.,(ই.পি.সি.এস.১৯৬৩ সালে)	যুগ্ম-সচিব	১৯৫৫	খাল্লা
৪.	জনাব মোঃ আমীরুল করিম ওরফে মাওলা ভাই(অব.), বি.সি.এস. (প্রথম ব্যাচ ১৯৭৩ সালে) ঃ	যুগ্ম-সচিব	১৯৬২	খাল্লা
৫.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান, বি.সি.এস., (৭ম ব্যাচ) ঃ	যুগ্ম-সচিব	১৯৭৩	ছয়ফুল্লাকান্দি
৬.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা, বি.সি.এস., (১০ম ব্যাচ) ঃ	যুগ্ম-সচিব	১৯৮০	ভেলানগর
৭.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান(অব.), ই.পি.সি.এস., ১৯৬৯ সালে	উপ-সচিব	১৯৫৯	রূপসদী
৮.	জনাব আবদুল মান্নান, বি.সি.এস. (৭ম ব্যাচ)	ডি.এল.ও.	১৯৭৬	ছয়ফুল্লাকান্দি
৯.	ডা. মোঃ হারুণ অর রশিদ, বি.সি.এস., (১৭তম ব্যাচ)	সহযোগী অধ্যাপক	১৯৮০	রূপসদী
১০.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, বি.সি.এস., (২০তম ব্যাচ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে	পরিচালক	১৯৯০	ভেলানগর
১১.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, বি.সি.এস., (২১তম ব্যাচ)	সিনিয়র সহঃ সচিব	১৯৮৯	রূপসদী

১২	জনাব এ. এফ. এম. আমীর হোসেন, বি.সি.এস., (২০তম ব্যাচ)	উপ-পরিচালক(পি.এ.টি.সি.)	১৯৯০	ভেলানগর
১৩	জনাব নাছির উদ্দিন আহমেদ, বি.সি.এস., (২৪তম ব্যাচ)	অতিরিক্ত সুপারইনটেনডেন্ট অব পুলিশ	১৯৯৪	ভেলানগর
১৪	জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন, বি.সি.এস., (২৫তম ব্যাচ)	সিনি.উপজেলা মৎস্য কর্মমর্তা	১৯৯৪	ভেলানগর
১৫	প্রকৌশলী ফয়েজ আহাম্মদ, বি.সি.এস., ২৮তম ব্যাচ)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	১৯৯৭	রূপসদী
১৬	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, বি.সি.এস., ৩০তম ব্যাচ)	প্রভাষক, কলেজ	১৯৯৮	ভেলানগর
১৭	জনাব আনারুল ইসলাম, বি.সি.এস., (৩০তম ব্যাচ)	প্রভাষক, কলেজ	২০০০	রূপসদী
১৮	জনাব মোঃ আলামিন, বি.সি.এস., (৩০তম ব্যাচ) ঃ	প্রভাষক, কলেজ	২০০০	রূপসদী
১৯	জনাব মোঃ মাইনউদ্দিন, বি.সি.এস., ৩০তম ব্যাচ ও ৩৪তম ব্যাচ(প্রশাসন) ঃ	প্রভাষক, কলেজ এবার প্রশাসন	২০০৩	ভেলানগর
২০	ডা. আলমগীর হোসেন, বি.সি.এস., (৩১তম ব্যাচ) ঃ	প্রভাষক, মেডিকেল কলেজ	১৯৯৯	রূপসদী
২১	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান(তপু), বি.সি.এস., (৩১তম ব্যাচ) ঃ	প্রভাষক, কলেজ	২০০১	রূপসদী
২২	জনাব মহিদুল ইসলাম, বি.সি.এস., (৩১তম ব্যাচ) ঃ	সহকারী সুপারইনটেনডেন্ট অব পুলিশ	১৯৯৮	রূপসদী
২৩	জনাব মমিনুল ইসলাম, বি.সি.এস., ৩১তম ব্যাচ) ঃ	সহকারী কমিশনার অব কাস্টম	২০০২	রূপসদী
২৪	জনাব মনিরুল ইসলাম, বি.সি.এস., (৩২তম ব্যাচ) ঃ	প্রভাষক, কলেজ	২০০২	রূপসদী
২৫	জনাব আলী রেজা রাব্বী, বি.সি.এস., (৩৩তম ব্যাচ) ঃ	সহকারী আনসার এ্যাডজুটেন্ট	২০০২	রূপসদী

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে ডিফেন্স সার্ভিসে যাঁরা অফিসার ছিলেন বা আছেন : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	মরহুম মেজর জেনারেল(অব.) আবদুল জলিল ওরফে বাচ্চু (পাকিস্তান আর্মীর)	১৯৫২	ফরদাবাদ
২.	মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা অনারারী ক্যাপ্টেন(অব) এম. আলী আক্কাস-পাকিস্তান আর্মী থেকে বাংলাদেশ	১৯৫৭	দরিভেলানগর
৩.	লে. কর্ণেল (অব.) অলি উল্লাহ(পাকিস্তান আর্মী থেকে বাংলাদেশ আর্মী পর্যন্ত)	১৯৬২	মোল্লা(নবীনগর)
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন(অব.) এ. বি. তাজুল ইসলাম ওরফে তরু(বাংলাদেশ)	১৯৬৬	পাড়াতলী
৫.	অনারারী লেফটেনেন্ট(অব.) আবদুল অদুদ	১৯৬৬	রূপসদী
৬.	মরহুম অনারারী ক্যাপ্টেন(অব.) মোঃ শাহজাহান(পাকিস্তান আর্মী থেকে বাংলাদেশ)	১৯৬৬	নারায়ণপুর(হোমনা)
৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক কর্ণেল(অব.) শাহ মুর্তজা আলী(বাংলাদেশ আর্মী)	১৯৬৭	কাঞ্চনপুর
৮.	বীর মুক্তিযোদ্ধা অনারারী ক্যাপ্টেন(অব.) মোঃ ইদ্রিস মিয়া(পাকিস্তান-বাংলাদেশ)	১৯৬৭	রূপসদী
৯.	উইং কমান্ডার(অব.) আবুল হাশেম(পাকিস্তান বিমানবাহিনী থেকে বাংলাদেশ)	১৯৬৮	পাড়াতলী
১০.	মেজর জেনারেল(অব.) ডা. এম. এ. বাকী(বা!লাদেশ আর্মী)	১৯৭০	রূপসদী
১১.	ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ খলিলুর রহমান(বাংলাদেশ বিমানবাহিনী)	১৯৭৩	ভেলানগর
১২.	কর্ণেল ডা. এ. কে. মাহবুবুল হক(বাংলাদেশ আর্মীতে আছে)	১৯৭৯	কাঞ্চনপুর
১৩.	লে. কর্ণেল মোঃ খবির উদ্দিন(বাংলাদেশ আর্মীতে আছে)	১৯৮৮	ছয়ফুল্লাকান্দি

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে বি.সি.এস.(বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস), ই.পি.সি.এস.(পূর্ব-পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস) ও বি.সি.এস.(বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) কর্মকর্তাদের নামগুলো ম্যাট্রিকুলেশন বা এস.এস.সি. পরীক্ষা পাশের সন অনুসারে সাজানো হয়েছে :

১.	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া(অব.)	১৯৩৯	দরিকান্দি	বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস(১৯৪৭ সালে)
২.	মরহুম মোঃ মফিজ উদ্দিন শিকদার(অব.)	১৯৫৫	খাল্লা	ই.পি.সি.এস.(১৯৬৩ সালে)
৩.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান ওরফে অরুণ(অব.)	১৯৫৯	রূপসদী	ই.পি.সি.এস.(১৯৬৯ সালে)

৪.	জনাব মোঃ আমিরুল করিম ওরফে মাওলা(অব.	১৯৬২	খাল্লা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস(১৯৭৩-১ম)
৫.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান	১৯৭৩	ছয়ফুল্লাকান্দি	বি.সি.এস. (৭ম)
৬.	জনাব আবদুল মান্নান	১৯৭৬	ছয়ফুল্লাকান্দি	বি.সি.এস. (৭ম)
৭.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা	১৯৮০	ভেলানগর	বি.সি.এস. (১০ম)
৮.	সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ হারুণ অর রশিদ	১৯৮০	রূপসদী	বি.সি.এস.(১৭তম)
৯.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	১৯৯০	ভেলানগর	বি.সি.এস.(২০তম)
১০.	জনাব এ.এফ.এম. আমির হোসেন	১৯৯০	ভেলানগর	বি.সি.এস.(২০তম)
১১.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	১৯৮৯	রূপসদী	বি.সি.এস. (২১তম)
১২.	জনাব নাছির উদ্দিন আহমেদ	১৯৯৪	ভেলানগর	বি.সি.এস. (২৪তম)
১৩.	জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন	১৯৯৪	ভেলানগর	বি.সি.এস. (২৫তম)
১৪.	জনাব ফয়েজ আহাম্মদ	১৯৯৭	রূপসদী	বি.সি.এস. (২৮তম)
১৫.	জনাব মোঃ মাইনউদ্দিন-৩৪তম বিসিএস-এ প্রশাসন ক্যাডার পেয়েছেন।	২০০৩	ভেলানগর	বি.সি.এস. (৩০তম) বি.সি.এস. (৩৪তম)
১৬.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	১৯৯৮	ভেলানগর	বি.সি.এস. (৩০তম)
১৭.	জনাব আনারুল ইসলাম	২০০০	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩০তম)
১৮.	জনাব মোঃ আলামিন	২০০০	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩০তম)
১৯.	জনাব মহিদুল ইসলাম	১৯৯৮	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩১তম)
২০.	ডা. আলমগীর হোসেন	১৯৯৯	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩১তম)
২১.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান(তপু)	২০০১	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩১তম)
২২.	জনাব মমিনুল ইসলাম	২০০২	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩১তম)
২৩.	জনাব মনিরুল ইসলাম	২০০২	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩২তম)
২৪.	জনাব আলী রেজায়ে রাব্বি	২০০২	রূপসদী	বি.সি.এস. (৩৩তম)

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন তাঁদের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	মরহুম অধ্যাপক মহি-উদ-দীন আহমেদ	১৯৩৯	ভেলানগর
২.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল মোমেন	১৯৪৫	মিরপুর
৩.	অধ্যাপক মোঃ হুমায়ন কবির চৌধুরী	১৯৫৩	ডোমরাকান্দি
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক কর্ণেল(অব.) শাহ মুর্তজা আলী	১৯□□	কাঞ্চনপুর

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা ডক্টরেট ডিগ্রীধারীদের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	অধ্যাপক ড. শচীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ(ভারতে চলে গেছেন)	১৯৪৪	খানেপাড়া-রুপসদী
২.	মরহুম অধ্যাপক ড. আবদুল করিম ওরফে তিতু মিয়া	১৯৫০	পাড়াতলী
৩.	অধ্যাপক ড. অমরেশ চন্দ্র দাশ(ভারতে চলে গেছেন)	১৯৫৭	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৪.	ড. রওশন আলম(শিল্পপতি)	১৯৬১	মিরপুর
৫.	ড. মোঃ মুখলেসুর রহমান(অবসর) (পরিচালক ছিলেন)	১৯৬৯	কাঞ্চনপুর
৬.	সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ	১৯৯১	ভেলানগর

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা অধ্যাপক হয়েছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	মরহুম অধ্যাপক মহি-উদ-দীন আহমেদ	১৯৩৯	ভেলানগর
২.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল আযিজ খাঁ	১৯৪০	ভেলানগর

৩.	অধ্যাপক ড. শচীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ(ভারতে চলে গেছেন)	১৯৪৪	খানেপাড়া-রূপসদী
৪.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল মোমেন	১৯৪৫	মিরপুর
৫.	মরহুম অধ্যাপক ড. আবদুল করিম ওরফে তিতু মিয়া	১৯৫০	পাড়াতুলি
৬.	অধ্যাপক মোঃ হুমায়ন কবির চৌধুরী	১৯৫৩	ডোমরাকান্দি
৭.	অধ্যাপক ড. অমরেশ চন্দ্র দাশ(ভারতে চলে গেছেন)	১৯৫৭	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৮.	অধ্যাপক মোঃ হুমায়ূন কবীর	১৯৬১	নান্দরকান্দা(দরিকান্দি)
৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক কর্ণেল(অব.) শাহ মুর্তজা আলী	১৯□□	কাঞ্চনপুর
১০.	অধ্যাপক ডা. মোঃ খবির উদ্দিন আহমেদ	১৯৭৬	রূপসদী

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হয়েছেন তা'দের নামঃ ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	ডা. এ. কে. এমডি. আহসান আলী ওরফে অরুণ। উনার পূর্বে এ স্কুল থেকে কেউ এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হয়নি।	১৯৫২	রূপসদী
২.	ডা. ভবেশ চন্দ্র দাশ(ভারতে চলে গেছেন)	১৯৫৪	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৩.	ডা. ইকবাল হোসেন ওরফে রেণু	১৯৬২	রূপসদী
৪.	মরহুম ডা. ওমর ফারুক	১৯৭০	দরিভেলানগর
৫.	মেজর জেনারেল ডা. এম. এ. বাকী	১৯৭০	রূপসদী
৬.	ডা. কমলেশ চন্দ্র ভৌমিক	১৯৭০	রূপসদী
৭.	ডা. নুর মোহাম্মদ(১৯৭১ সালের ব্যাচ ছিল)	১৯৭২(এপ্রিল)	ফরদাবাদ
৮.	ডা. মতিউর রহমান	১৯৭২(নভেম্বর)	পাড়াতুলি
৯.	ডা. আবদুল হক	১৯৭৩	কাঞ্চনপুর
১০.	অধ্যাপক ডা. মোঃ খবির উদ্দিন আহমেদ	১৯৭৬	রূপসদী
১১.	ডা. মোঃ মিজানুর রহমান	১৯৭৬	ছয়ফুল্লাকান্দি
১২.	কর্ণেল ডা. এ. কে. মাহবুবুল হক	১৯৭৯	কাঞ্চনপুর
১৩.	সযোযোগী অধ্যাপক ডা. হারুণ অর রশিদ	১৯৮০	রূপসদী
১৪.	ডা. ফারহানা ইয়াসমিন ডলি	১৯৯৬	রূপসদী
১৫.	ডা. কাওসার	১৯৯৭	রূপসদী
১৬.	ডা. আলমগীর হোসেন	১৯৯৯	রূপসদী
১৭.	ডা. ফতেহ নুর কলি	২০০২	রূপসদী
১৮.	ডা. নাজমুন নাহার	২০০৬	রূপসদী
১৯.	ডা. মানিক রতন দাস	২০০৬	বালুয়াকান্দি

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা বি.এস-সি. ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	প্রকৌশলী অরুণ চন্দ্র দাশ(ভারতে চলে গেছেন)। উনার পূর্বে এ স্কুল থেকে কেউ বি.এস-সি. ইঞ্জিনিয়ার হননি।	১৯৪৮	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
২.	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ খোরশেদ আলম	১৯৬৪	পাড়াতুলি
৩.	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ ওবায়দুল্লাহ ওরফে অরুণ	১৯৬৫	রূপসদী
৪.	প্রকৌশলী আবদুল জলিল	১৯৬৫	খাল্লা
৫.	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ নিজামউদ্দিন	১৯৬৬	দরিভেলানগর
৬.	প্রকৌশলী আবদুল হক ওরফে ইউনুস	১৯৬৭	ভেলানগর
৭.	প্রকৌশলী তাক্তগীর হুসেন	১৯৭০	রাজাচাপিতোলা

৮.	প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন	১৯৭১	ভেলানগর
৯.	প্রকৌশলী মো: হুমায়ূন কবীর(লেদার)	১৯৭৯	দরিভেলানগর
১০.	প্রকৌশলী আবদুল অদুদ ভূঁইয়া(ইলেকট্রিক)	১৯৮২	রূপসদী
১১.	প্রকৌশলী মো: কবিরউদ্দিন আহমেদ	১৯৮৪	ছয়ফুল্লাকান্দি
১২.	প্রকৌশলী মো: সমীরুজ্জামান ওরফে মিশর	১৯৯৩	ভেলানগর
১৩.	প্রকৌশলী রাহাত সুমন(মেরিন ইঞ্জিনিয়ার)	১৯৯৩	রূপসদী
১৪.	প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশীদ	১৯৯৪	রূপসদী
১৫.	প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুল হক	১৯৯৫	রূপসদী
১৬.	প্রকৌশলী মাসুদুর রহমান	১৯৯৬	কাঞ্চনপুর
১৭.	প্রকৌশলী ফয়েজ আহাম্মদ	১৯৯৭	রূপসদী
১৮.	প্রকৌশলী আজমল হাসান অপু	১৯৯৭	রূপসদী
১৯.	প্রকৌশলী কাওসার আহমদ	১৯৯৭	রূপসদী
২০.	প্রকৌশলী মো: শাহজালাল(টেক্সটাইল)	১৯৯৯	রূপসদী
২১.	প্রকৌশলী ইসমে আজম	২০০০	পাড়াতুলি
২২.	প্রকৌশলী বায়েজিদ আলম	২০০১	রূপসদী
২৩.	প্রকৌশলী মৌসুমী ইসলাম	২০০৩	রূপসদী
২৪.	প্রকৌশলী মো: জাফর ইকবাল	২০০৪	রূপসদী
২৫.	প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম	২০০৬	রূপসদী
২৬.	প্রকৌশলী মো: আবদুল্লাহ	২০০৬	ভেলানগর
২৭.	প্রকৌশলী মো: সুজন কবির(অধ্যয়নরত)	২০০৮	রূপসদী

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা আইনজীবী হয়েছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	মরহুম এ. কে. এম. জহিরুল হক ওরফে লিল মিয়া	১৯১৮	দরিকান্দি
২.	মরহুম মো: ইউনুস খাঁ	১৯৩০	ভেলানগর
৩.	মরহুম আবদুল অদুদ ওরফে কাঞ্চন মিয়া	১৯৫০	দরিকান্দি
৪.	জনাব আবদুল গফুর	১৯৫১	দরিকান্দি
৫.	জনাব আবদুল কাদের	১৯৬৩	ফরদাবাদ
৬.	জনাব মো: হুমায়ূন কবীর	১৯৬৮	ভেলানগর
৭.	মরহুম মো: রফিকুল ইসলাম ওরফে ফরহাদ হোসেন	১৯৭৯	ভেলানগর
৮.	জনাব মো: মনু মিয়া	১৯৮০	গকুলনগর
৯.	জনাব নূরে তাস	১৯৮১	ফরদাবাদ
১০.	জনাব মোঃ রফিক শিকদার	১৯৮২	আশ্রাফবাদ
১১.	জনাব অশোক কুমার বণিক	১৯৮৬	খানেপাড়া-রূপসদী
১২.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম	১৯৯০	রূপসদী
১৩.	জনাব নূরে আলম	১৯৯১	ভেলানগর
১৪.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	১৯৯১	দাল্লা(উত্তর দাররা)
১৫.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	১৯৯৮	রূপসদী
১৬.	জনাব ফয়সাল আহম্মেদ	২০০২	রূপসদী
১৭.	জনাব মো: সাদেকুল ইসলাম	২০০৪	রূপসদী

১৮.	বার-এট.ল. একজনও নেই।	-	-

১৯. রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা শিল্পপতি হয়েছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	ড. রওশন আলম	১৯৬১	মিরপুর
২.	জনাব মোঃ বোরহানউদ্দিন আহমেদ	১৯৭১	ফরদাবাদ
৩.	জনাব মোঃ অরুণ মিয়া	১৯৭২	রূপসদী
৪.	জনাব মোঃ হানিফ	১৯৭৩	রূপসদী
৫.	জনাব মোঃ জাকির মেম্বার	১৯৭৪	রূপসদী
৬.	জনাব মোঃ হারুণ অর রশিদ	১৯৭৪	রূপসদী
৭.	জনাব আবদুল হাকিম	১৯৭৭	রূপসদী
৮.	জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন	১৯৭৮	মিরপুর
৯.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	১৯৭৯	রূপসদী
১০.	আলহাজ মোঃ হেলাল মিয়া	১৯৮১	রূপসদী
১১.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন(আনারুল)	১৯৯০	রূপসদী

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা পত্রিকা সাংবাদিক ও টেলিভিশন সাংবাদিক হয়েছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	১৯৭১	রূপসদী
২.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	১৯৭৩	রূপসদী
৩.	জনাব মোঃ ইয়াসিন(হাসান)(নয়াদিগন্ত)	২০০০	ভেলানগর
৪.	জনাব মোঃ সালাউদ্দীন ওরফে সাজু	২০০৩	ভেলানগর

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা, রাষ্ট্রদূত, প্রধান প্রকৌশলী, মহাপরিচালক, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, জেনারেল ম্যানেজার, সি. এ., কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালক হয়েছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	মরহুম অধ্যাপক মহি-উদ-দীন আহমেদ(ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কলেজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন)	১৯৩৯	ভেলানগর
২.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল আজীজ খাঁ(পরিচালক ছিলেন)	১৯৪০	ভেলানগর
৩.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল মোমেন(কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন)	১৯৪৫	মিরপুর
৪.	মরহুম মুস-লেহ-উদ-দীন আহম্মেদ(সচিব, রাষ্ট্রদূত ও ১৯৯২ সালে প্রথম নর্থ-সাউথ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠা করে)	১৯৪৭	ভেলানগর
৫.	ডা. এ. কে. এম. আহসান আলী(মহা-পরিচালক ছিলেন)	১৯৫২	রূপসদী
৬.	ডা. ভবেশ চন্দ্র দাশ,(মহা-পরিচালক ছিলেন)	১৯৫৪	দৌলতপুর-বাঙ্গরা
৭.	জনাব এ. কে. এম. আবদুল হাকিম(সি.এ. ও জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন)	১৯৫৮	ভেলানগর
৮.	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ খোরশেদ আলম(প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন)	১৯৬৪	পাড়াতুলি
৯.	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ ওবায়দুল্লাহ(পরিচালক ছিলেন)	১৯৬৫	রূপসদী
১০.	মরহুম প্রকৌশলী মোঃ নিজামউদ্দিন(মহা-পরিচালক ছিলেন)	১৯৬৬	দরিভেলানগর
১১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক কর্ণেল(অব.) শাহ মুর্তজা আলী	১৯□□	কাঞ্চনপুর
১২.	জনাব মোঃ ময়নাল হোসেন চৌধুরী(জেনারেল ম্যানেজার আছেন)	১৯৬৭	পাড়াতুলি
১৩.	জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন ওরফে জাহাঙ্গীর(পরিচালক ছিলেন)	১৯৬৮	ভেলানগর
১৪.	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান(পরিচালক ছিলেন)	১৯৬৮	রূপসদী
১৫.	ড. মোঃ মুখলেসুর রহমান(পরিচালক ছিলেন)	১৯৬৯	কাঞ্চনপুর

১৬.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, বি.সি.এস.(পরিচালক-বিদেশ সার্ভিসে)	১৯৯০	ভেলানগর

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা ডি. সি. ছিলেন বা আছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বি.সি.এস. (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, ১৯৪৭ সালে)	ডি.সি.	স্কুল ব্যাচ-১৯৩৯(দরিকান্দি)
২.	মরহুম মোঃ মফিজউদ্দিন শিকদার, ই.পি.সি.এস.-১৯৬৩ সালে)	ডি.সি.	স্কুল ব্যাচ-১৯৫৫(খাল্লা)
৩.	জনাব মোঃ আমিরুল করিম ওরফে মাওলা, বি.সি.এস.(১ম ব্যাচ-১৯৭৩ সালে)	ডি.সি.	স্কুল ব্যাচ-১৯৬২(খাল্লা)
৪.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা, বি.সি.এস. (১০ম ব্যাচ)	ডি.সি.	স্কুল ব্যাচ-১৯৮০(ভেলানগর)

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার হয়েছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

১.	পরলোকগত বাবু প্যারী মোহন রায়, বি.এ., বি.টি., বি.এল.	১৯২০	খানেপাড়া-রূপসদী
২.	মরহুম মৌলভী মোঃ দেলোয়ার হোসেন ওরফে সুরুজ মাস্টার, বি.এ.	১৯২১	দরিকান্দি
৩.	মরহুম মৌলভী মোঃ সুবেদ আলী খাঁ, বি.এস-সি. বি. টি.	১৯৩১	ভেলানগর
৪.	মরহুম মৌলভী আলী আযম, বি.কম., বি.এড.	১৯৩৪	খাল্লা
৫.	মরহুম মৌলভী মোঃ ফজলুল করিম, বি.এ., বি. টি.	১৯৩৯	পাড়াতুলি
৬.	মরহুম এ, কে, এম, রহিসউদ্দিন, বি.এস-সি., বি.এড.	১৯৫১	মিরপুর
৭.	মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ জাকারিয়, বি.এ., বি. এড.	১৯৫৭	খাল্লা
৮.	জনাব মোঃ সহিদুর রহমান, বি.এ.,বি.এড.	১৯৫৯	ফরদাবাদ
৯.	জনাব মোঃ ইউনুস, বি.এস-সি., বি.এড.	১৯৬১	রূপসদী
১০.	জনাব মোঃ ইউনুস, বি.এ.,	১৯৬৩	বাহাদুরপুর
১১.	জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন, বি.এ., বি.এড.	১৯৬৩	খাল্লা
১২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, বি.এস-সি., বি.এড.	১৯৬৭	মধ্যনগর
১৩.	জনাব কাজী নজরুল ইসলাম, এম.এ., বি.এড., এম.এড.	১৯৭২	পাাড়াতুলি
১৪.	জনাব আবদুল কাদির, এম.কম.(ডাবল), এম.এড.,	১৯৭৪	খাল্লা
১৫.	জনাব মোহাম্মদ হানিফ, এম.এ., বি.এড., এম.এড.	১৯৭৫	রূপসদী
১৬.	জনাব মোঃ আবুল বাশার, এম.এ. বি.এড.	১৯৮৯	রূপসদী
১৭.	জনাব মোঃ জামাল হোসেন, বি.এ., বি.এড.	১৯৮৯	রূপসদী

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে যাঁরা গবেষক ও লেখক ছিলেন বা আছেন তা'দের নাম : ম্যাট্রিকুলেশন ও এস.এস.সি. পাশের সন হিসেবে সাজানো হয়েছে ঃ

	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া-লেখক ও গবেষক, বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন।	দরিকান্দি, ম্যাট্রিকুলেশন -১৯৩৯ সালে	তিনি বিপুল সংখ্যাক দুর্লভ দেশি-বিদেশি পান্ডুলিপি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। গবেষণায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়কে ২০১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, 'একুশে পদক'-এ ভুষিত করা হয়।	তিনি রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম 'পদকপ্রাপ্ত' ব্যক্তি।

	অধ্যাপক ড. অমরেশ চন্দ্র দাস, লেখক ও গবেষক ঃ	দৌলতপুর-বাঙ্গরা, ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৫৭ সালে	অমরেশ চন্দ্র দাস রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান বোর্ডে ৮ম স্থান দখল করিয়াছে। উনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং অনেক গবেষণামূলক বই আছে।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

	মোঃ জাকির হুসেন	ভেলানগর,	ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অব.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১২টি	কোন

	ওরফে আলমগীর, লেখক ও গবেষক ঃ	এস.এস.সি. ১৯৬৬ সালে	বইয়ের কাজ শেষ হয়েছে এবং আরো তিনটি বইয়ের কাজ চলছে।	পদক নেই।
	মরহুম মোঃ ফজলুল করিম ওরফে তারু মিয়া, শিক্ষক ও লেখক ঃ	পাড়াতুলি, ম্যাটিকুলেশন -১৯৩৯ সালে	উনি রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উনার একটি বইয়ের কবিতা কুমিল্লা বোর্ডে পড়ানো হতো। এখানে একটা কথা আমার বলতে হয়-যাকারিয়া ও ফজলুল করিম সাহেব সম্পর্কে কাজিন লাগে।	মারা গেছেন।
	মরহুম অধ্যাপক মহি-উদ-দীন আহমেদ ওরফে জহর মিয়া, শিক্ষক ও লেখক ঃ	ভেলানগর, ম্যাটিকুলেশন -১৯৩৯ সালে	উনি ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কলেজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন। উনি কোরান শরীফ আরবী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অর্থসহ অনুবাদ করেছেন। মহি-উদ-দীন সাহেব, যাকারিয়া ভাই ও ফজলুল করিম সাহেবের ভাতিজা লাগে।	মারা গেছেন
	মরহুম অধ্যাপক আবদুল আযিজ খাঁ, শিক্ষক ও লেখক	ভেলানগর, ম্যাট্রিকুলেশন ১৯৪০ সালে	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং কুমিল্লা বার্ডের পরিচালক ছিলেন। উনি অর্থনীতি ও কুমিল্লা বার্ডের উপর বই লিখেছেন।	মারা গেছেন
	অধ্যাপক ড. শচীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, শিক্ষক ও লেখক ঃ	খানেপাড়া, ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৪৪ সালে	উনি পশ্চিমবাংলার একটি সরকারী কলেঝে শিক্ষকতা করতেন। উনার কিছু বই আছে এবং পত্রপত্রিকায় কিছু লেখালিখি করতেন।	কলকাতায় আছেন।
	মরহুম মুস-লেহ-উদ-দীন আহম্মেদ ওরফে মানিক মিয়া, সচিব ও লেখক ঃ	ভেলানগর, ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৪৭ সালে	উনি বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন। মুস-লেহ-উদ-দীন আহম্মেদ পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। মহি-উ-দীন সাহেবের মেঝো ভাই মুস-লেহ-উদ-দীন আহম্মেদ সাহেব।	মারা গেছেন।
	মরহুম অধ্যাপক ড. আবদুল করিম, শিক্ষক ও লেখক ঃ	পাড়াতুলি, ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৫০ সালে	উনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কৃষি বিষয়ক কিছু বই আছে। উনি জনাব ফজলুল করিম সাহেবের ছোট ভাই।	মারা গেছেন।
	ডা. এ. কে. এমডি. আহসান আলী ওরফে অরুণ। উনার পূর্বে এ স্কুল থেকে কেউ এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হয়নি।	ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৫২ সালে	মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক বই লিখেছেন এবং ডাক্তারীর ওপর অনেক বই আছে।	ঢাকাতে বসবাস করছেন।
	জনাব মোঃ ইউনূস মিয়া, শিক্ষক ও লেখক	কাঞ্চনপুর, ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৫৯ সালে	উনি শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দিয়ে-শিক্ষা বোর্ডের কিছু বই অনুবাদের কাজ করতেন। উনার কিছু বই আছে লেখা।	ঢাকার টঙ্গীতে বস বাস করছে।
	অধ্যাপক মোঃ হুমায়ূন কবীর, শিক্ষক ও লেখক ঃ	নান্দরকান্দা, দরিকান্দি-ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৬১ সালে	উনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক ছিলেন। উনার গণিতের ওপর কিছু লেখা আছে।	ঢাকার মগবাজার বসবাস করছে।
	জনাব মোঃ ইউনূস, বি.এস-সি., শিক্ষক ও লেখক ঃ	রূপসদী, ম্যাট্রিকুলেশন-১৯৬১ সালে	উনি শিক্ষক ছিলেন। উনার মুক্তিযদ্ধের উপর একটি বই আছে।	নিজ গ্রামে বস বাস করে।
	জনাব এম. জি. মহিউদ্দিন আহম্মেদ, ব্যাংকার ও লেখক ঃ	ভিটি-বিষাড়া, এস.এস.সি.-১৯৬৬ সালে	তার লেখা অনেকগুলো বই আছে এবং তার লেখা পত্র-পত্রিকায়ও বাহির হয়েছে।	ঢাকাতে বসবাস করছে।
	ড. মুখলেসুর রহমান, পরিচালক, বন বিভাগ, লেখক ঃ	কাঞ্চনপুর, এস.এস.সি.-১৯৬৯ সালে	বনের উপর তার কিছু লেখা আছে। তার বড় ভাই মোঃ ইউনুস ভাই।	শুনেছি চট্টগ্রামে বসবাস করে।
	জনাব সাইদুর রহমান ওরফে সুজ্জু, সাংবাদিক ও লেখক ঃ	রূপসদী, এস.এস.সি.-১৯৭১ সালে	তিনি একজন সাংবাদিক। তিনি সবসময়ই লেখালেখির কাজ করে।	ঢাকাতে বসবাস করে।

	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন, শিক্ষক ও লেখক ঃ	রূপসদী, এস.এস.সি.-১৯৭৩ সালে	তিনি একজন শিক্ষক। সে দু'টি বই বাহির করেছেন এবং আরো কয়েকটি বই লিখিছেন বলে আমাকে সে বলেছে।	রূপসদী গ্রামে বাস করে।
	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক ও লেখক ঃ	রূপসদী, এস.এস.সি.-১৯৭৩ সালে	তিনি একজন সাংবাদিক। তিনি সবসময়ই লেখালেখির কাজ করে।	ঢাকাতে বসবাস করে।

উপদেষ্টা জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, গ্রাম-দরিকান্দি, লেখক ও গবেষক, বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, পুঁথি-বিষারদ, সাবেক সচিব, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।
আহবায়ক, শতবর্ষে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কে-কী হয়েছেন, মোঃ জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর, ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অবসর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রাম-ভেলানগর(বড়বাড়ি)।
সদস্য, জনাব মোঃ মুরশিদ কেরানী, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, গ্রাম-রূপসদী কান্দাপাড়া, রূপসদী উত্তরপাড়া, রূপসদী।
সদস্য, জনাব দিলীপ কুমার বণিক, জিলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গ্রাম-রূপসদী(খানেপাড়া), রূপসদী।
সদস্য-সচিব, জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গ্রাম-ভেলানগর(হাঁজীবাড়ি)।

আমার চাওয়া পাওয়া-

আমি যা ভাবি তা' করতে পারি না, যা করি তা' ভাবি না। প্রতিদিন বিবেকের সাথে লড়াই করতে করতে হেরে যাই। প্রতিদিন এভাবে বিবেকের সাথে হারতে থাকলে আমার কি কোন সত্ত্বা থাকে? আমার কাছে

একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, একটা সমাজব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে মানুষের চিন্তা-চেতনা বা চরিত্র গড়ে উঠে। আর যারা চাকুরী করে তাঁদের অধিকাংশেরই বিবেক বলতে কিছুই থাকে না। তার উপরওয়ালা যা বলে তা করতে হয় প্রতি মুহূর্তে-এর বাইরে কিছু করতে চাইলে তার চাকুরী থাকে না বা প্রমোশন হবে না। তার ওপরের বস যদি তাকে ভাল বলে তাহলে সে ভাল নতুবা ভাল না। এ সমাজে কাজের বিচার হয় না, বিচার হয় তার বসের কতটুকো মন রক্ষা করতে পারলো। বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ কেউ কাকে বিশ্বাস করে না। পুঁজিবাদী সমাজে বিশ্বাস বলতে কিছু নেই। কাজ দিয়ে বিচার করতে হয়। একবার একটা লোক যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করে ফেলে, তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। অনেকে বাধ্য হয় বিশ্বাস ভঙ্গ করতে। তা'প্রমাণ করতে পারলে তাকে ক্ষমা করা যায়, একবার কি দু'বার, তিনবারের মাথায় নয়। আমি যা করতে চাই তা'করতে পারলে আমার স্বাধীনতা আছে বা আমি স্বাধীন মানুষ। কিন্তু আমার কাজ এমন হবে না যা অপরের জন্য ক্ষতিকর হয়। আমি পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আর আসবো না।

চাকুরী করা চাকর খাটার সমান। কেউ বড় চাকর, কেউ ছোট চাকর। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ যা বলে তা করে না, আর যা করে তা'বলে না। আমিও আমার জীবনের সাথে আপস করে করে এ পর্যন্ত এসেছি। এভাবে চলতে থাকলে আমার দ্বারা এ পৃথিবীতে কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর কিছু করতে হলে প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। যার শত্রু নেই তার কোন মিত্রও নেই। যার শত্রু আছে তার মিত্রও আছে। সমাজে সৎ এবং অসতের লড়াই চলে। আর জোর যার মুল্লুক তার। সরকার নির্ধারিত বেতন কাঠামোর সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সৎভাবে চাকুরী করলে সম্পদের মালিক হওয়া যায় না। আমাদের দেশে সৎভাবে সম্পদের মালিক হওয়া কঠিন কাজ। সমাজের কিছু মানুষের লক্ষ্য একই, কিভাবে সম্পদের মালিক হওয়া যায়। কিভাবে ভবিষ্যৎ সুন্দর করা যায়। সমাজে অবৈধভাবে সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য জোর প্রতিযোগিতা চলছে। সম্পদের মালিক হতে হলে ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলে সহজে সম্পদের মালিক হওয়া যায়। আমাদের দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ গরীব ও শোষিত। তাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমাদের দেশের কিছু লোকের নিকট সম্পদ জমা হচ্ছে। আর সমগ্র দেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার গ্যারান্টি নেই। যে সম্পদ মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগানো হয়না-সে সম্পদ দেশে অপচয় বাড়ায় এবং সাধারণ মানুষের জীবন-মানের অবনতি ঘটায়। এদেশে কিছু মানুষের ভোগবিলাসের সীমাপরিসীমা নেই। আর অন্যদিকে শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ চরম দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে। তাদের ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। এক মানুষ আরেক মানুষের উন্নতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে বৈধভাবে সম্পদের মালিক হওয়া যায় না। শ্রমজীবী মানুষ নিজেকে চালাক মনে করে। আসলে আমাদের সমাজের বেশীর ভাগ মানুষই বোকা। কিন্তু দেশের বেশীরভাগ মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা রাখা যাবে না। আমার বিশ্বাস এক সময় দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ জেগে উঠবে।

আমার ছোট সময়ের স্মৃতিগুলি মনে হয় বারবার। মরতে চাইনা তবু মরতে হবে। চিরন্তন বলে কোন কিছু নেই, সবকিছুই রূপান্তর। সমাজের নিয়ম হলো উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন। নিরপেক্ষ বলতে কোন বস্তু নেই এ পৃথিবীতে এবং ৫০(পঞ্চাশ), ৫০(পঞ্চাশ) বলতে কোন বস্তু নেই, ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং তা প্রমাণ করেছে। আমি কিছু একটা করতে চাই। কিন্তু কী করব তা স্পষ্ট করে বলতে পারি না। রাজনীতি করা মহান কাজ। যদি সাম্যের রাজনীতি হয়। সকল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে রাজনীতি করা মহান কাজ। মানুষের মাঝে সাম্য আনা শ্রেষ্ঠ কাজ। আমার মাঝে এ দেশের আসল চিত্রগুলি বারবার ভেসে উঠে। গ্রাম এবং শহরের গরীব মানুষের মুখের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি তাদের চাহিদা কি। তাদের চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা-এর বেশী কিছু নয়। আমাদের দেশে যে সম্পদ আছে তাদিয়ে বাংলাদেশের ১৭(সতের) কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা-এ সব মৌলিক চাহিদার গ্যারান্টি দেয়া যায়। তখনই আমাদের দেশের প্রত্যেক মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হবে। নতুবা মুক্তিযুদ্ধের অর্থ বা এ স্বাধীনতার অর্থ

ফাঁকাবুলি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেকটা মানুষের উন্নয়ন মানে দেশের উন্নয়ন। কোন বিষয়ই বিচ্ছিন্ন নয়। আমাদের গ্রামের উন্নয়ন হতে হলে আমাদের ইউনিয়নের উন্নয়ন হতে হবে, আমাদের ইউনিয়নের উন্নয়ন হতে হলে আমাদের উপজেলার উন্নয়ন হতে হবে, আমাদের উপজেলার উন্নয়ন হতে হলে আমাদের জেলার উন্নয়ন হতে হবে, আমাদের জেলার উন্নয়ন হতে হলে আমাদের বিভাগের উন্নয়ন হতে হবে, আমাদের বিভাগের উন্নয়ন হতে হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন হতে হবে নতুবা কিছুই সম্ভব নয়। বাংলাদেশ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবু বাংলাদেশের একটি আলাদা বর্ডার বা সীমানা আছে। এ সীমানা বাংলাদেশকে পৃথিবী থেকে আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। রাষ্ট্র হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্য রাষ্ট্র থেকে আলাদা। আর যতদিন পৃথিবীতে শোষণ টিকে থাকবে, ততদিন রাষ্ট্রের অবসান হবে না। আমরা মায়ের পেট থেকে কেউ সম্পদ নিয়ে আসিনি। শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদিত সম্পদ শোষণ আর অসম বিনিময়ের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা তার মালিক হয়েছে। যে যায়গায় মানুষ আছে-সে যায়গায় খাদ্য আছে। যে যায়গায় খাদ্য আছে-সে যায়গায় মানুষ আছে। বেশীরভাগ মানুষ বলে খাদ্যের অভাবে মানুষগুলো মারা যাচ্ছে, আসলেই কি কথাটা তাই? যদি খাদ্যের অভাবে মানুষগুলো মারা যেত-তা'হলে সবগুলো মানুষই মারা যেত। আসলে কথাটা হবে ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে মানুষগুলো মারা যাচ্ছে। ক্রয়-ক্ষমতা নাই কেন? কিছু মানুষ দ্বারা ব্যাপক মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় বলে। ধনীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ। সম্পদের সুষম বন্টন করা হলে-কেউ না খেয়ে মারা যেতো না। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যা কিছু হয়-সবকিছুর জন্য দায়ী ধনীরা। ধনীদের অপচয় বন্ধ করতে পারলে এ দেশে কেউ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার অভাবে মৃত্যুবরণ করতো না বা কাজের আশায় কাউকে আজ বিদেশে যেতে হতো না বা কেউ এদেশে বেকার থাকত না। ধনীরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য গরীবদের শাসন-শোষণ করছে। এ অন্যায় বৈষম্য যারা সৃষ্টি করেছে তারা অপরাধী। স্বার্থপর শাসক ও বিলাসী ধনীদের সৃষ্টি এ বৈষম্য মেনে নেওয়াও এক ধরনের অপরাধ। এ অন্যায় বৈষম্য দূর করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বেশীরভাগ মানুষ বলে যে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসলে দেশ শান্তির পথে চলবে কিন্তু আমি বলি যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসার পূর্বশর্ত হল মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি না আসলে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও আসবে না।

মোঃ জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর, ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অবসর), ঢাকা বিশ্ববিদালয়। গ্রাম-ভেলানগর(বড়বাড়ি)।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, মোঃ জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর ও আবুল কালাম আজাদের মনে রাখারমত শিক্ষকদের নামগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১। পরলোকগত বাবু রাইহরন চক্রবর্তী, এম.এ., হেড মাস্টার।
২। পরলোকগত বাবু প্যারী মোহন রায়, বি.এ. বি. টি. বি.এল., হেড মাস্টার।
৩। পরলোকগত বাবু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য-এম.এ., বি.এল., বি.টি., হেড মাস্টার।
৪। মরহুম মুকসেদ আলী পন্ডিত-নন-ম্যাট্রিক, সাধারণ শিক্ষক(ফিজিকেল শিক্ষক ও পন্ডিত)।
৫। পরলোকগত বাবু সোনাতন সাহা-বি.এ., সাধারণ শিক্ষক(ইংরেজীর শিক্ষক)।
৬। পরলোকগত বাবু অবনী মোহন দত্ত, এম.এ., ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম কলেজে হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত।
৬। পরলোকগত বাবু রমেশ চন্দ্র ঘোষ-বি.এ., সহকারী শিক্ষক।
৭। পরলোকগত বাবু রাধাচরন সাহা, বি.এ., সহকারী হেড মাস্টার।
৮। মরহুম মোঃ ফজলুল করিম-বি.এ.,ডিসটিংশন, বি.টি, হেড মাস্টার।
৯। মরহুম আবদুল করিম, বি.এস-সি, সহকারী শিক্ষক(অংকের শিক্ষক)।
১০। মোঃ জয়নাল আবেদীন, আই.এস-সি., সহকারী শিক্ষক (অংক ও রসায়নের শিক্ষক)।
১১। মরহুম মহিউদ্দিন আহমেদ, আই.এ., সহকারী শিক্ষক(বাংলা ও অংকের শিক্ষক), বাড়ি-পাড়াতলি।

রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪(চার) পুরুষ লেখাপড়া করেছে এমন পরিবার একটিও পাওয়া যায়নি। তিন পুরুষ লেখাপড়া করেছে এমন পরিবার পাওয়া গেছেঃ দাদা-বাবা-ছেলে :

ক্রমিক	১ম পুরুষ(দাদা)	২য় পুরুষ(বাবা)	৩য় পুরুষ(ছেলে)	৪র্থ পুরুষ(নেই)
১	মরহুম মৌলভী আবদুল লতিফ ওরফে শব্দর মৌলভী, ম্যাট্রিকুলেশন	মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে ফুল মিয়া মাস্টার, ম্যাট্রিকুলেশন	মোঃ আজিজুল ইসলাম, এস.এস.সি.	নেই
	মরহুম মোঃ নিয়াজ আলী মাষ্টার, ম্যাট্রিকুলেশন	মোঃ আলমগীর হোসেন, এস.এস.সি	সৌরভ হোসেন, এস.এস.সি.	নেই
২	মরহুম আব্দুল বাসেদ ওরফে নান্নু মিয়া, ম্যাট্রিকুলেশন	মোঃ মোস্তাফা কামাল ওরফে মোস্তফা, এস.এস.সি.	রিমান, এস.এস.সি.	নেই।

আমার স্মৃতিতে ১২২ জন সহপাঠীর মধ্যে মারা গেছে ৪২ জন আর জীবিত আছে ৮০ জন(১৬-০৬-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত)। আমার সাথে যারা প্রাইমারীতে পড়া-লেখা করেছে তাঁদের নাম আগে, তারপর

উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে যারা পড়েছে তাঁদের নাম, তারপর আসবে যারা ৭ম শ্রেণী থেকে পড়েছে তাঁদের নাম, তারপর যারা ৯ম শ্রেণী থেকে পড়েছে তাঁদের নাম, তারপর আরো কিছুসংখ্যক ম্যাট্রিকুলেশন ও এস. এস. সি. ফেল করার পর আমার সাথে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে এস. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছে তাঁদের নামগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। মোঃ জাকির হুসেন(আলমগীর)-ভেলানগর, (২) মরহুম আলী আহম্মদ(ফোরন)-রূপসদী(উত্তরপাড়া), (৩) শ্রী রাখাল চন্দ্র দেবনাথ(বীরেন্দ্র)-রূপসদী(খানেপাড়া)-চলে গেছেন কলকাতা, (৪) শ্রী সুভাস চন্দ্র ঘোষ-রূপসদী খানেপাড়া, (৫) পরলোকগত শ্রী লাবন্য কুমার ভৌমিক-রূপসদী খানেপাড়া, (৬) শ্রী হরিমোহন দাস(পিষন)-বালুয়াকান্দি, (৭) শ্রী দিলীপ কুমার সাহা-রূপসদী খানেপাড়া-কলকাতা চলে গেছেন, (৮) পরলোকগত শ্রী ননী গোপাল সাহা-রূপসদী খানেপাড়া, (৯) প্রদীপ কুমার দেবনাথ(অব.)-রূপসদী খানেপাড়া, (১০) প্রতিভা রানী দাস-রূপসদী খানেপাড়া-কলকাতা চলে গেছেন, (১১) মরহুমা হেনা আক্তার-রূপসদী উত্তরপাড়া, (১২) জানানারা বেগম(জানু)-রূপসদী উত্তরপাড়া, (১৩) জোহরা বেগম-দরিকান্দি, (১৪) মরহুম মোঃ ইদ্রিস মিয়া-রূপসদী কান্দাপাড়া, (১৫) মরহুম মোঃ ইউনুস মিয়া-রূপসদী কান্দাপাড়া, (১৬) মোঃ আবদুল বাকি-কুড়াখাল, (১৭) বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবদুল মতিন(অরুন)-রূপসদী উত্তরপাড়া, (১৮) মরহুম মোহাম্মদ হোসেন-রূপসদী উত্তরপাড়া, (১৯) অনারারী ক্যাপ্টেন(অব.) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রিস মিয়া-রূপসদী উত্তরপাড়া, (২০) মরহুম মোঃ খলিলউল্লাহ(নওরোজ)-শাহপুর, (২১) সার্জেন্ট মোঃ জাকারিয়া(মানিক)-খাল্লা, (২২) শ্রী নেপাল চন্দ্র দেব নাথ-ধনপতিখোলা, (২৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. জি. মহিউদ্দিন আহমেদ-ভিটিবিশারা, (২৪) মরহুম মোঃ নিজামউদ্দিন-দরি-ভেলানগর, (২৫) মোঃ জুনায়েদ-ভিটিবিশারা, (২৬) মরহুম মোঃ মতিউর রহমান(নসু)-মধ্যনগর, (২৭) মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম(নুরু)-মধ্যনগর, ৪২তম মৃত্যু-১৬-০৬-২০১৫ তারিখ (২৮) মোঃ শফিকুল ইসলাম(রওশন)-মধ্যনগর, (২৯) মরহুম আবদুছ ছাত্তার-মধ্যনগর, (৩০) মোঃ আজিজুল ইসলাম-মধ্যনগর, (৩১) মোঃ হুমায়ূন কবির(ওমর)-মধ্যনগর, (৩২) মোঃ ফজলুল হক মোল্লা-ভেলানগর, (৩৩) মোঃ নূরুল ইসলাম(শিশু)-ভেলানগর, (৩৪) মোঃ ফজলুল হক(ফজলু)-ভেলানগর, (৩৫) মরহুম মির্জা মোঃ শাজাহান-ভেলানগর, (৩৬) মোঃ আজিজুল হক খান(শিশু)-ভেলানগর, (৩৭) মোঃ জাহাঙ্গীর-রূপসদী, (৩৮) পরলোকগত শ্রী অরুন চন্দ্র ভৌমিক-রূপসদী, (৩৯) শ্রী রায়ধন দেব-রূপসদী, (৪০) মরহুম আবদুল খালেক-রূপসদী, (৪১) আবদুল মোতালেব-রূপসদী-দক্ষিণপাড়া, (৪২) মরহুম মোঃ শফিকুল ইসলাম(সহিদ)-রুপসদী, (৪৩) মোঃ নূরুল ইসলাম(নূরু)-রূপসদী, (৪৪) আবদুর রাজ্জাক(পল্লব)-রূপসদী, (৪৫) শ্রী জহর লাল ভৌমিক-রূপসদী-পশ্চিমবাংলার নদিয়া চলে গেছেন, (৪৬) মোঃ সিরাজুল ইসলাম(শিরন)-রূপসদী, (৪৭) মোঃ আবদুল হাকিম(মাক্কু)-রূপসদী, (৪৮) মরহুম মোঃ আবদুল বাকি-রূপসদী, (৪৯) বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন(অব.) এ. বি. তাজুল ইসলাম(তরু)-পাড়াতলী, (৫০) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুল করিম চৌধুরী-পাড়াতলী, (৫১) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাজাহান হোসেন চৌধুরী-পাড়াতলী, (৫২) মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান-পাড়াতলী, (৫৩) মরহুম মোঃ ফটিক মিয়া-পাড়াতলী, (৫৪) মোঃ হাবিবুর রহমা(দুলু)-পাড়াতলী, (৫৫) মরহুম বেনজীর আহমেদ-পাড়াতলী, (৫৬) মোঃ রফিকুল ইসলাম(রফিক)-পাড়াতলী, (৫৭) মোঃ ফজলুল করিম(শিশু)-পাড়াতলী, (৫৮) মোঃ বোরহানউদ্দিন আহমেদ-ডোমরাকান্দি, (৫৯) মোঃ মজিবুর রহমান(মানিক)-ফতেপুর, (৬০) মোঃ নূরুল ইসলাম(নূরু)-ফতেপুর, (৬১) আবদুল মতিন-বাহাদুরপুর, (৬২) মরহুম মোঃ জহিরুল হক(মোহন)-বাহাদুরপুর(২২-০১-২০১৫) (৬৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোঃ রফিকুল হায়দার(খোরশেদ)-মিরপুর, (৬৪) সালাউদ্দিন আহমেদ-মিরপুর, (৬৫) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলে আলী খান(দারু)-মিরপুর, (৬৬) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মুসলেউদ্দিন সরকার(মোসলেম)-মিরপুর, (৬৭) মরহুম মোঃ আবুল কালাম-মিরপুর, (৬৮) শ্রী চন্দ্র মোহন দাস-মিরপুর, (৬৯) মোঃ আবদুল বাতেন(মেহের)-কাঞ্চনপুর, (৭০) মোঃ হুমায়ূন কবির(বাচ্চু)-কাঞ্চনপুর, (৭১) মোঃ জহিরুল হক(জাহাঙ্গীর)-দরিকান্দি, (৭২) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সায়েদুল ইসলাম-দরিকান্দি, (৭৩) মোঃ কাজল-দরিকান্দি, (৭৪) বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোহাম্মদ হোসেন-দরিকান্দি, (৭৫) মরহুম মোঃ ওয়াজেদ আলী-দরিকান্দি, (৭৬) মরহুম মোঃ কবির হোসেন-দরিকান্দি, (৭৭) মোঃ গোলাম মোস্তফা চৌধুরী-দরিকান্দি,(৭৮) মোঃ মোজ্জামেল হক(সহিদ)-দরিকান্দি,(৭৯) মরহুম মোঃ খবিরউদ্দিন(শাহজাহান)-তেঁজখালী, (৮০) মোঃ এনায়েত করিম(আলমগীর)-খাল্লা, (৮১) মরহুম মোঃ নজরুল ইসলাম(নান্নু)-খাল্লা, (৮২) মরহুম মোঃ মোসলেম আবদুল্লাহ-দরিকান্দি খেকে খাল্লা, (৮৩) মরহুম মোঃ হুমায়ূন কবির-ভিটিবিশারা, (৮৪) পরলোকগত শ্রী শান্তি ভূষণ দেব-ভিটিবিশারা, (৮৫) শ্রী কান্দি ভূষণ দেব-ভিটিবিশারা, (৮৬) মোঃ নূরুল ইসলাম(শিশু)-ভিটিবিশারা, (৮৭) মোঃ সানাউল্লাহ-ভিটিবিশারা, (৮৮) মোঃ সহিদউল্লাহ-ভিটিবিশারা, (৮৯) মরহুম মোঃ বজলুর রহমান(বজলু)-ফরদাবাদ, (৯০) মরহুম আবদুল আউয়াল-ফরদাবাদ, (৯১) মোঃ মাসুম-ফরদাবাদ, (৯২) মোঃ একরাম হোসেন-ফরদাবাদ, (৯৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মাফুজুর রহমান(মাহফুজ)-গকুলনগর, (৯৪) মরহুম মোঃ সিদ্দিকুর রহমান-গকুলনগর, (৯৫) মরহুম মোঃ জাকিরুল আলম-নান্দাইল, ময়মনসিং, (৯৬) মরহুম আবুল কাশেম-কালাইনগর, (৯৭) মোহাম্মদ সহিদ-কালাইনগর, (৯৮) মোঃ রেজাই রাব্বানী(হিটলার)-আশ্রাফবাদ, (৯৯) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হুমায়ূন কবির-আশ্রাফবাদ, (১০০) শ্রী কার্তিক ভূষন দে-পাঁচকিত্তা, মুরাদনগর, (১০১) শ্রী গোপাল চন্দ্র সূত্রধর-মাঝিয়ারা, (১০২) মরহুম মোঃ খলিলুর রহমান(খোয়াজ আলী)-হোগলাকান্দা, (১০৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু জাহের(চাঁন মিঞা)-শাহপুর, (১০৪) মোঃ ফরিদউদ্দিন আহমেদ-কালাইপাইরা বা মোহাম্মদপুর, (১০৫) মোঃ আনোয়ার হোসেন-রূপসদী মধ্যপাড়া, (১০৬) মরহুম মোঃ অহিদুজ্জামান-বাহাদূরপুর, (১০৭) মোঃ রেজাউল করিম(তাহের)-ফরদাবাদ, (১০৮) মোঃ গোলাম সারোয়ার(বাকি)-ভিটিবিশারা, (১০৯)

মোঃ তবু মিয়া-দরিকান্দি, (১১০) মরহুম মোঃ শওকত আলী-দরিকান্দি, (১১১) মোঃ তোতা মিঞা-দরিকান্দি, (১১২) আলহাজ আবদুল মালেক-পাড়াতলী, (১১৩) আবদুল অদুদ-রূপসদী, (১১৪) আবদুল অদুদ-গকুলনগর, (১১৫) মোঃ নজরুল ইসলাম-রূপসদী কান্দাপাড়া, (১১৬) মোঃ ইসমাইল(মধু)-পাড়াতলী, (১১৭) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সহিদুল হক-মিরপুর, (১১৮) মরহুম মোঃ সুলতান আহমেদ(ফটিক)-মিরপুর, (১১৯) মোঃ মতিউর রহমান-মিরপুর, (১২০) ক্যাপ্টেন(অব.) মরহুম মোঃ শাজাহান-নারায়নপুর, হোমনা, (১২১) মরহুম মোঃ শাহ আলম শিকদার-ভেলানগর, সে ফতেপুর স্কুলের ছাত্র ছিল-এস.এস.সি পরীক্ষার পূর্বে আমার সাথে কোচিং করে এবং ফতেপুর স্কুল থেকে এ.এস.সি. পরীক্ষা দেয়। ও (১২২) মোঃ শামসুজ্জামান(ঝান্টু)-ভিটিবিশারা, সে নবীনগর স্কুলের ছাত্র ছিল-এস.এস.সি. পরীক্ষার পূর্বে আমার সাথে কোচিং করে এবং নবীনগর স্কুল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষা দেয়।

মোঃ জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর, ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অব.), ঢাকা বিশ্ববিদালয়। গ্রাম-ভেলানগর(বড়বাড়ি)।

২০১৫ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৬.১৫(ষোল কোটি পনের লক্ষ) মানুষ। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারী স্কুল ও যত প্রকার কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে-১,১২,২২৮টি(সরকারি প্রাইমারী-৬৩,৭৬৫টি, বেসরকারি প্রাইমারী-১৮,৪৬৩টি এবং ৪০,০০০টি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে বাংলাদেশে) তার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-৩,০০,০০,০০০(তিন কোটি) মানে প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায়-২,০০,০০,০০০(দুই কোটি) এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১,০০,০০,০০০(এক কোটি)। ইউনিসেফ ও ইউনেসকোর প্রতিবেদন : ৫৬ লাখ শিশু স্কুলের বাইরে। জনসংখ্যার শতকরা ৩.২৯ ভাগ শিশু প্রাইমারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়তে যেতে পারে না। আর শতকরা ১৭.৬৫ ভাগ ছেলে-মেয়ে প্রাইমারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে লেখাপড়া করে। সবাই লেখাপড়া করতে পারলে বাংলাদেশে শতকরা ২১ ভাগ বা ৩,৫৭,০০,০০০(তিন কোটি সাতান্ন লক্ষ) ছেলে-মেয়ে প্রাইমারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে লেখাপড়া করত। এর বাহিরেও ২৫(পঁচিশ) হাজার কওমি মাদ্রাসায় ৫০(পঁঞ্চাশ লক্ষ) ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে। বাংলাদেশে ২৯,০১২টি সরকারি-বেসরকারি, এমপিওভূক্ত-নন এমপিওভূক্ত উচ্চ বিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১,০৭,০০,০০০(এক কোটি সাত লাখ) মানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে-৮০,০০,০০০(আশি লাখ), কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-৫,০০,০০০(পাঁচ লাখ) ও উচ্চ মাদ্রাসাগুলোতে-২২,০০,০০০(বাইশ লাখ) । উচ্চ বিদ্যালয় , কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উচ্চ মাদ্রাসাগুলোতে শতকরা ৬.২৯ ভাগ ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে এবং সবাই যদি লেখাপড়া করার সুযোগ পেত তা'হলে শতকরা ২১ ভাগ বা ৩,৫৭,০০,০০০(তিন কোটি সাতান্ন লক্ষ) ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করত। প্রাইমারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো থেকে শতকরা ১১.৬৫ ভাগ ছেলে-মেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ মাদ্রাসাগুলোতে পড়তে পারে না। এবং ৩.২৯ ভাগ শিশু প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যেতে পারে না এবং শতকরা ১৪.৯৪ ভাগ বা ২.৫৫(দুই কোটি পঁঞ্চান্ন লক্ষ) ছেলে-মেয়ে ঝড়ে যায়। ২০১৩ সালে এস.এস.সি. ও সমমান পরীক্ষাথী ছিল-১৩,০৩,২০৩ জন বা শতকরা ০.৭৭ ভাগ। ২০১৩ সালে এস.এস.সি. ও সমমান পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে-১১,৬৯,২৩৪ জন বা ০.৬৯ ভাগ। প্রায় ৫৩৫০টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, এমপিওভূক্ত, নন-এমপিওভূক্ত কলেজ, মাদ্রাসা কলেজগুলো, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা, নার্সিং ডিপ্লোমা ও যত প্রকার ডিপ্লোমা আছে এস.এস.সি. পাশের পর এইচ.এস-সি'র ও সমমান পড়ালেখাতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১১,০০,০০০(এগার লাখ) বা প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা। শতকরা ০.৬৫ ভাগ লেখাপড়া করে। ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হবে-১০ লাখ ১২ হাজার ৫৮১ জন শতকরা ০.৬০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী এবং পাস করেছে-৭,৭৬,০০০(সাত লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার)-শতকরা ০.৪৬ ভাগ পাস। (১) ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তির আসনসংখ্যা-৩৬,৫০০ হাজার (২) ৭৭টি প্রইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথম বর্ষে ভর্তির আসন সংখ্যা-৭৫,০০০ হাজার (৩) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা-৪,২০,৯০০ (৪) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা-৫৭,৮৫৮টি=মোট=৫,৯০,২৫৮টি আসন এবং মেডিক্যাল কলেজসহ উচ্চ শিক্ষায় প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা-৫,৯৭,৫৪৩(পাঁচ লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ) শতকরা ০.৩৫ ভাগ ছেলে-মেয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে পারে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। ঝড়ে যায় প্রায় দুই লাখ ছেলে-মেয়ে বা শতকরা ০.১২ ভাগ। সরকারী ও বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে , বি.এ., বি.এস-সি., বি.কম, বিবিএ., এম.বি.এ., সি.এ., সম্মান, মাস্টার ডিগ্রী, এমবিবিএস, বি.এস-সি.(ইঞ্জিনিয়ারিং), বি.এ.জি., এম.এ.জি. ও যত প্রকার গ্র্যাজুয়েশন ও মাস্টারর্স ডিগ্রী, এম.ফিল. ও পিএইচডি ডিগ্রীসহ বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনের ২০১২ সালের বার্ষিক বিবরণীতে আছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায়-২০,০০,০০০(বিশ লাখ)। ৪ বছরে উচ্চ শিক্ষায় শতকরা ১.১৮ ভাগ ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে। এ চিত্র বাংলাদেশের লেখাপড়ার। বাংলাদেশে শিক্ষার হার শতকরা ৩০ ভাগ। এর বেশি হবে না। বাঞ্ছারামপুর উপজেলার জন্য এ লেখাটি : ২০১৪ সালে বাংলাদেশের

লোকসংখ্যার ৪৮৬ ভাগের এক ভাগ লোক বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাস করে-৩,০০,০০০(তিন লক্ষ) মানুষ। ২০১৪ সালে বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩১টি, ৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন আছে-৫৩টি। প্রাইমারী এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-৪৮,২০০(আটচল্লিশ হাজার দুইশত)। বাঞ্ছারামপুর উপজেলার কতভাগ ছেলে-মেয়ে প্রাইমারী ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে লেখাপড়ে করে শতকরা ১৩.৭৭ ভাগ এবং স্কুলে যেতে পারে না শতকরা ৩.৩০ ভাগ ছেলে-মেয়ে। বাংলাদেশের লোকসংখ্যার হিসাবে ৫৬৬ ভাগের এক ভাগ লোক বাঞ্ছারামপুর উপজেলার গ্রামগুলোতে বাস করে। সে হিসাবে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার প্রাইমারী ও কির্ন্ডাগাটেন স্কুলে লেখাপড়া করার কথা ছিল-৬২,৮৯৭ জন বা শতকরা ২০.৯৬ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী। বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাংলাদেশের জাতীয় গড় থেকে কম ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে-শতকরা ৪ ভাগ। এ থানায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কয়টি-৩৮টি(১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ)। বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় শিক্ষার হার শতকরা কতভাগ ২০ ভাগ। স্বাক্ষরতার হার কতভাগ শতকরা ৬০ ভাগ। আর একটি নতুন পরিসংখ্যান দেয়া হলো : দিনাজপুর জেলায় জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৬টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়ও জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৬টি আছে। কিন্তু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা আছে দিনাজপুর জেলায়-১,০৭৫টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আছে-৩৬৪টি। আর ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও উপজেলায়-স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা আছে-২১৭টি এবং যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায়-স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা আছে-২০৩টি। আর বাংলাদেশে এমনও উপজেলা আছে প্রায় ২৫টি গার্লস স্কুল আছে। ২০১৫ সালের ৮ ডিসেম্বর, মোঃ জাকির হুসেন ওরফে আলমগীরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফল ঃ

মোজাহু, ০১-১১-২০১৫
মোঃ জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর
ডেপুটি রেজিস্ট্রার(অবসর)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রাম-ভেলানগর(বড়বাড়ি)।
ও
উপদেষ্টা বাঞ্ছারামপুর উপজেলা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, প্রতিষ্ঠা-২০০৪।

মো: জাকির হুসেন আলমগীরের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা-১২(বার) ও অপ্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা-৩(তিন) নিম্নে সবগুলো বইয়ের তালিকা দেয়া হলো :

মোঃ জাকির হুসেন ওরফে আলমগীর-এর জন্ম ১ নভেম্বর, ১৯৪৮ সালে নানারবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার আহমদপুর চৌধুরীবাড়িতে। শৈশব কেটেছে দাদারবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ভেলানগর বড়বাড়িতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। এস.এস.সি. পাশের পর কুমিলা ভিক্টোরিয়া কলেজে-এ ভর্তি হয়ে পড়া-লেখা করা হয়নি। ঢাকায় আসেন ১৯৬৬-তে।

১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন-এ অংশগ্রহণ করেন। প্রায় প্রতিদিন মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ ও ভাসানী ন্যাপের রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। তারপর ১৯৭৯ সাল থেকে জনমুক্তি পার্টির বক্তব্যের সাথে একমত। ২০০২ সালে জীবনে প্রথম রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সমিতি'র বার্ষিক স্মরণিকাতে ২টি লেখা ছাপা হয় তারপর ২০০৩ সালে জিয়ান বড়বাড়ি প্রকাশনীর মাধ্যমে ''ভেলানগর বড়বাড়ির বংশ পরিচিতি ও দেশ-বিদেশের তথ্য'' এবং ২০০৫ সালে রূপসদী বৃন্দাবন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯০-বছর পূর্তির স্মরণিকাতে দুটি লেখা ছাপা হয়। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারিতে জাকির হুসেন(আলমগীর) আর্থ-সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। এ গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়। পৃথিবীর ২৩৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা বা পৃথিবীর ২০০ জাতির মধ্যে বাংলাদেশের স্থান কোন যায়গায়। পৃথিবীর লোকসংখ্যার ৪৩ ভাগের ১ ভাগ লোক বাংলাদেশে বাস করে। পৃথিবীতে লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা ৭ম স্থানে এবং অর্থনীতির আকারে ৩২তম স্থানে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কিভাবে উজ্জ্বল করা যায়। এ ধরনের গবেষণা করা হয়। (১) ১৭৮০-২০০৩ সাল পর্যন্ত ভেলানগর বড়বাড়ির বংশ পরিচিতি ও দেশ-বিদেশের তথ্য (২) ১৮০৬-২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর, জিয়ান বড়বাড়ি প্রকাশনীর মাধ্যমে ''আহমদপুর চৌধুরীবাড়ির বংশ পরিচিতি ও চৌধুরী শামসুন নাহার বেগমের আত্মীয়-স্বজন'' (৩) ''আমার দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৮-২০০৮)-এ বইটিও প্রকাশিত (৪) ২০১০ সালের ৩০ এপ্রিল, ''ভেলানগর বড়বাড়ির বংশ পরিচিতি(১৭৮০-২০১০)''-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও প্রকাশিত (৫) ১৭৫৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এ দেশে কয়টি মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-নাম, সন তারিখ দিয়ে একটি বই রচনা করা হয়েছে এবং এ বইটি আমার ৫ নম্বর বই। (৬) ''দেশ-বিদেশের স্মরণীয় কিছু লোকের নাম জন্ম ও মৃত্যুর কথা'' এ বইটি আমার ৬ নম্বর বই। (৭) 'ভেলানগর গ্রামের ইতিহাস' (১৭৪০-২০১৩) এ বইটি আমার ৭ নম্বর বই (৮) ১৭৪০-২০১৫ সালের জুলাই মাসে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার তথ্যাবলী (৯) বাংলাদেশের কিছু কিছু ঘটনা ও তথ্য-এ বইটি আমার ৯ নম্বর বই (১০) 'বিশ্ব ও দেশ-বিদেশের তথ্য'-এ বইটি আমার ১০ নম্বর বই (১১) এ পৃথিবীর আমার চেনা-জানা মানুষ-এ বইটি আমার ১১ নম্বর বই (১২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১-২০১৫ সাল পর্যন্ত আমার দেখা ১৯৬৮ সাল থেকে-এ বইটি আমার ১২ নম্বর বই। (১৩) খেয়া পত্রিকার কিছু লেখার সংকলণ দিয়ে একটি বই রচনার কাজ চলছে (১৪) আমার দেখা ঢাকা শহর-এ বইটিরও কাজ চলছে ও (১৫) মোঃ জাকির হুসেন আলমগীরের আত্মজীবনী-এ বইটিরও কাজ চলছে। তাঁর স্বপ্ন বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং শ্রমজীবী মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার গ্যারান্টি দেয়া। এর বেশি কিছু তাঁর চাওয়া-পাওয়া নেই। **প্রকাশকের কথা-**